



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩



জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

www.nilg.gov.bd

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব মো: ইসরাত হোসেন খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এনআইএলজি, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মো: ইসরাত হোসেন খান অতিরিক্ত সচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), এনআইএলজি, ঢাকা।	: আহ্বায়ক
জনাব মোঃ সবুর হোসেন যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ), এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপসচিব, যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
খন্দকার মোঃ মাহাবুবুর রহমান উপপরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
জনাব মোঃ মতিউর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়) অতি:দা: , এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
জনাব নুরুল ইসলাম গবেষণা কর্মকর্তা, এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
জনাব মো: নাজিম উদ্দিন ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য-সচিব

সহযোগিতায়

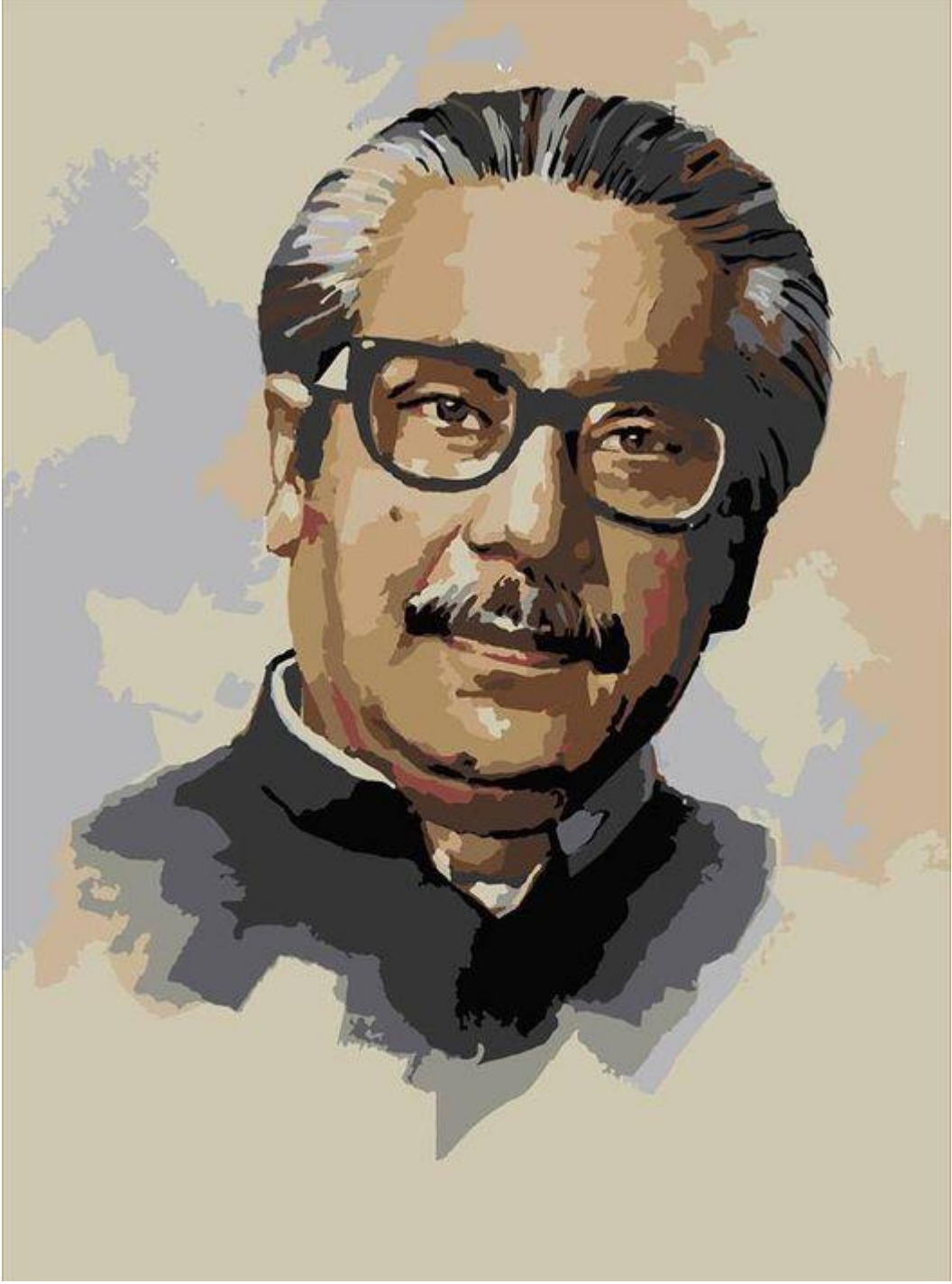
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর সকল অনুবিভাগ।

প্রকাশনায়

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.nilg.gov.bd
nilgbd@gmail.com, nilgbd@yahoo.com

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২৩



“জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন?”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



“শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ন্যায়বিচার হচ্ছে এর ভিত্তি।”
(২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।)

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মহাপরিচালক

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ



পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বানী

অধ্যায়-১

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ মানব সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত একটি স্বনামধন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই তৎকালীন East Pakistan Government Educational and Training Institutions Ordinance, 1961 অনুসারে স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এনআইএলজি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯২ দ্বারা পরিচালিত এবং এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

রূপকল্প

স্থানীয় সরকারকে প্রতিষ্ঠানেরসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন সংহতকরণ।

অভিলক্ষ্য

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

মূল মূল্যবোধ

এলজিআই এবং প্রতিনিধিদের সকল স্তরের সমান আচরণ। এলজিআইগুলিকে ক্ষমতায়ন এবং শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও এলজিআইগুলিতে সুশাসন প্রচারের জন্য নিবেদিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রদান ও পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান আইন ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রচলিত নীতিমালার উন্নয়নে কাজ করা এনআইএলজি'র লক্ষ্য। সমন্বিত লক্ষ্যগুলো হলো:

- প্রশিক্ষণ প্রদান ও পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করা;
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ এ জনপ্রতিনিধি, নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;
- স্থানীয় সরকারের সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- স্থানীয় সরকার এবং এর সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ডকুমেন্টেশনের সুবিধা প্রদান এবং জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র গড়ে তোলা;
- স্থানীয় সরকার বিষয়ক গ্রন্থ, সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন করা;
- গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ স্থাপন এবং পরিচালনা করা;
- স্থানীয় সরকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
- সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মশিবির, সেমিনার এবং সম্মেলনের আয়োজন করা;
- স্থানীয় সরকার এবং এর সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

এনআইএলজি'র পরিচালনা বোর্ড:

মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সভাপতি
প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সহ:সভাপতি
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
মহাপরিচালক, বার্ড	সদস্য
মহাপরিচালক, বিআইএম	সদস্য
প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
একজন প্রতিনিধি বিপিএটিসি (এমডিএসের নীচে নয়)	সদস্য
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
সরকার মনোনীত ৪টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি	সদস্য
মহাপরিচালক, এনআইএলজি	সদস্য-সচিব

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার এবং পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি প্রধানত: চারটি বিভাগে বিভক্ত:

- ১। প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ
- ২। প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগ
- ৩। গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ
- ৪। কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে একজন পরিচালক নিয়োজিত রয়েছেন। এ ছাড়াও মোট ৪ জন যুগ্ম-পরিচালক, ১০ জন উপপরিচালক, ৪ জন সহকারী পরিচালক, ৭ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ১ জন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ১ জন গ্রন্থাগারিক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন প্রকাশনা কর্মকর্তা, ১ জন জনসংযোগ কর্মকর্তা, ১জন মেডিকেল অফিসার, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৬ জন সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, ১ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১ জন কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট, ১ জন অডিও ভিজ্যুয়েল টেকনিক্যাল কর্মকর্তা, ১জন সহকারী প্রকাশনা কর্মকর্তা ও ১ জন ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। প্রতিষ্ঠানে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট লোকবল ১১৩ জন।

এনআইএলজি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনুমোদিত পদ

ক্র.নং	সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনুমোদিত পদ	পদ সংখ্যা
১।	মহাপরিচালক	১জন
২।	পরিচালক	৪জন
৩।	যুগ্মপরিচালক	৪জন
৪।	উপপরিচালক	১০জন
৫।	সহকারি পরিচালক	৪জন
৬।	গবেষণা কর্মকর্তা	০৭জন
৭।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১জন
৮।	গ্রন্থাগারিক	০১জন
৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১জন
১০।	প্রকাশনা কর্মকর্তা	০১জন
১১।	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১জন
১২।	মেডিকেল অফিসার	০১জন
১৩	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১জন
১৪।	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	০৬জন
১৫।	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১জন
১৬।	কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট	০১জন
১৭।	অডিও ভিজ্যুয়ের টেকনিক্যাল কর্মকর্তা	০১জন
১৮।	ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা	০১জন
১৯।	সহকারী প্রকাশনা কর্মকর্তা	০১জন
২০।	উচ্চমান সহকারী	০২জন
২১।	উচ্চমান সহকারী কাম-ক্যাশিয়ার	০২জন
২২।	হিসাবরক্ষক	০১জন
২৩।	প্রকাশনা সহকারী	০১জন
২৪।	গুদাম রক্ষক	০১জন
২৫।	ক্যাটালগার	০১জন
২৬।	সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪জন
২৭।	কেয়ার টেকার	০১জন
২৮।	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪জন
২৯।	টেলিফোন অপারেটর	০২জন

ক্র.নং	সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত অনুমোদিত পদ	পদ সংখ্যা
৩০।	গাড়ি চালক	০৩জন
৩১।	হোস্টেল সুপারভাইজার	০১জন
৩২।	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১০জন
৩৩।	ডেসপ্যাচ করণিক	০১জন
৩৪।	অডিও ভিজ্যুয়েল টেকনিশিয়ান	০১জন
৩৫।	ইলেকট্রিশিয়ান	০২জন
৩৬।	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১জন
৩৭।	বুক বাইন্ডার	০১জন
৩৮।	লাইব্রেরী এটেনডেন্ট	০১জন
৩৯।	অফিস সহায়ক	১১জন
৪০।	প্লাম্বার	০১জন
৪১।	বার্বুচি	০১জন
৪২।	সহকারি বার্বুচি	০১জন
৪৩।	হোস্টেল বয়	০৩জন
৪৪।	নিরাপত্তা প্রহরী	০৬জন
৪৫।	মালি	০১জন
৪৬।	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০৪জন
সর্বমোট=		১১৩জন

এনআইএলজি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের হালনাগাদ তালিকা

নাম	পদবী
মহাপরিচালকের দপ্তর	
জনাব সালেহ আহমদ মোজাফফর	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জনাব রবিউল্লাহ	মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (পি টু ডিজি)
পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)-এর দপ্তর	
জনাব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী	পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)
জনাব প্রীতম সাহা	ক্যাটালগার
প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ	

নাম	পদবী
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)
জনাব মোঃ আবদুল কাইয়ুম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জনাব নূর হোসেন আশরাফী	স্টোর কীপার
জনাব কাজী জামাল উদ্দিন	কেয়ারটেকার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জনাবা আনোয়ারা বেগম	উচ্চমান সহকারী
জনাবা সুলতানা রাজিয়া	উচ্চমান সহকারী
জনাব মোঃ ইরশাদ আলী	টেলিফোন অপারেটর
জনাব সাইফুল্লাহ ভূঞা	হোটেল সুপার
জনাব মোছা: তাসলিমা আকতার	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
জনাব কুসুম আক্তার	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
ডাঃ মো: ওবায়দুল্লাহ	ডাক্তার (খন্ডকালীন)
হিসাব শাখা	
জনাব মো: ওমর ফারুক পারভেজ	সহকারী পরিচালক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম	হিসাব রক্ষক
জনাব কাজী জামাল উদ্দিন	উচ্চমান সহঃ কাম- ক্যাশিয়ার
বেগম মোসাঃ মাকসুদা আক্তার	উচ্চমান সহঃ কাম- ক্যাশিয়ার
গ্রন্থাগার শাখা	
জনাব মোঃ মতিউর রহমান	গ্রন্থাগারিক
জনাব মোঃ আবু এখতিয়ার হাশেমী	সহকারী গ্রন্থাগারিক
জনাব প্রীতম সাহা	ক্যাটালগার
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ) এর দপ্তর	
জনাব মো: সবুর হোসেন	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ)
জনাব মোঃ ইরশাদ আলী	টেলিফোন অপারেটর
জনাব মোঃ বাবুল আক্তার	অফিস সহঃ কাম-কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগ	
জনাব মো: শফিকুল ইসলাম	যুগ্মপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ)
জনাব ড. খ. ম কবিরুল ইসলাম	উপপরিচালক
জনাব খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান	উপপরিচালক
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপপরিচালক
জনাব মোসা: জেসমিন নাহার	উপপরিচালক
জনাব মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন	সহকারী পরিচালক
বেগম কামরুন নাহার	সহকারী পরিচালক

নাম	পদবী
জনাব মোঃ ওমর ফারুক পারভেজ	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)
জনাব এ জেহাদ সরকার	সহকারী পরিচালক
জনাব এরশাদ-ই-ইসলাম	অডিও ভিজ্যুয়েল টেকনিক্যাল কর্মকর্তা
জনাব মেজবাহ উদ্দিন খান	অডিও ভিজ্যুয়েল টেকনিশিয়ান
পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)-এর দপ্তর	
জনাব মোঃ ইসরাত হোসেন খান	পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)
জনাব মাহজাবীন খন্দকার	প্রকাশনা সহকারী
গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ	
জনাব মোঃ আবদুল খালেক	যুগ্ম-পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা)
জনাব মনিকা মিত্র	গবেষণা কর্মকর্তা
জনাব মোঃ ইমরানুর রহমান	গবেষণা কর্মকর্তা
জনাব নূরুল ইসলাম	গবেষণা কর্মকর্তা
জনাব মতি আহমেদ	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা
জনাব মো: মাহফুজার রহমান	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা
প্রকাশনা শাখা	
জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল মল্লিক	প্রকাশনা কর্মকর্তা
জনাব মাহজাবীন খন্দকার	প্রকাশনা সহকারী
পরিচালক (কর্মসূচি ও মূল্যায়ন)-এর দপ্তর	
জনাব মোঃ ইসরাত হোসেন খান	পরিচালক (কর্মসূচি ও মূল্যায়ন)
বেগম ফারহানা পারভীন	অফিস সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর
কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগ	
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	যুগ্ম-পরিচালক (কর্মসূচি ও মূল্যায়ন)
জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন	ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা
বেগম ফারহানা পারভীন	অফিস সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

ডিজিটাল কার্যক্রম

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে এনআইএলজি'র একটি ওয়েব সাইট: www.nilg.gov.bd রয়েছে। এছাড়া



এনআইএলজি ফেসবুক পেজ: www.facebook.com/NILGBD. ইমেইল nilgbd@gmail.com, nilgbd@yahoo.com. দাপ্তরিক সকল ফাইলে ডিজিটাল নথি নম্বর প্রদান (ডিজিটাল ফাইলিং) সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি ডি-ফাইলিং (নথি) ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং লাইভ সার্ভারে কার্যক্রম চালু আছে। ইআরপি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন এবং স্টোরের সকল কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, সেমিনার ও অডিটরিয়াম

- এ্যাকাডেমিক ভবনের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে ইন্টারেক্টিভ বোর্ড, রিমোট কন্ট্রোল স্ক্রিন ও ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম, পোর্টেবল এসি স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের ২য় তলায় ২০০ (দুই) শত ব্যক্তির ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম রয়েছে।
- তৃতীয় তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক ১০০ (একশত) আসন বিশিষ্ট সেমিনার কক্ষ।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার অত্র প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, পরামর্শদান ও প্রশিক্ষণের কাজে সহায়তা করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার সম্পৃক্ত সব বিষয়ের উপর বই, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারী প্রকাশনা, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাগার নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে আসছে। বর্তমানে বইয়ের সংগ্রহ সংখ্যা প্রায় ১৬,০০০ (ষোল হাজার)। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিষয় ছাড়াও প্রশাসন, পল্লী উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন, রাজনীতি ও সরকার, নগর ও নগরায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় বইসহ অন্যান্য বিষয়ের বই সংগৃহীত আছে। গ্রন্থাগারের পাঠকদের তালিকায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ছাড়াও রয়েছে প্রশিক্ষক,

প্রশিক্ষণার্থী, গবেষক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ। এনআইএলজি গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধকরণ এবং প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী গবেষক ও অনুষদ সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে দেশী-বিদেশী সমগোত্রীয় বই প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজস্ব জার্নালসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। গ্রন্থাগারটিতে বারটি দৈনিক পত্রিকা ও চারটি বিদেশি ম্যাগাজিন রাখা হয়। একাডেমিক ভবনের নীচতলায় অবস্থিত গ্রন্থাগারটির একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যথা: www.nilg.library.com. সাধারণত: সকাল ৯টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বুনিয়াদীর সময় প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত সময় খোলা রাখা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) গ্রন্থাগার একটি বিশেষ গ্রন্থাগার। যেখানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর অসংখ্য দেশী-বিদেশী পুস্তক রয়েছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণের নিকট আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক দ্বারা এটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় তিন শতাধিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার গঠিত হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধ দলিলপত্র (১৫খন্ড), মুক্তিযুদ্ধ কোষ (৫খন্ড), বাংলাদেশ ১৯৭১ (৪খন্ড) সহ বিভিন্ন পুস্তক স্থান পেয়েছে যা এনআইএলজি গ্রন্থাগারে যুক্ত করেছে এক নতুন মাত্রা। এনআইএলজিতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে আগত প্রশিক্ষণার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত পাঠকগণ এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রতিনিয়ত এ গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে আসছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) পাঠকদের জন্য বঙ্গবন্ধু কর্ণার সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণের নিকট আমাদের স্বাধীনতা ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবদান তুলে ধরার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর প্রণীত পুস্তক দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার গঠিত হয়েছে। এনআইএলজিতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে আগত প্রশিক্ষণার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত পাঠকগণ এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এখান থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারছে।

হিসাব শাখা

হিসাব শাখা থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল আয়-ব্যয় এর বাজেট বিভাজন ও প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা হিসাব শাখা থেকে প্রদান করা হয়।

হোস্টেল

প্রশিক্ষার্থীগণের জন্য ৫ তলা বিশিষ্ট ১টি হোস্টেল ভবন রয়েছে। এতে ১০০ জনের আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এনআইএলজি'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন কোর্সে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি ও নিয়োগকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। আবাসিক কোর্স বিধায় প্রশিক্ষার্থীগণ হোস্টেলে অবস্থান করেন। তাছাড়া হোস্টেল ভবনে ডাইনিং কক্ষ ১ ও ২ রয়েছে। উক্ত কক্ষসমূহে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থীগণের আহারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

নামাজ ঘর

ইনস্টিটিউটের দোতলায় গ্রন্থাগার বরাবর উপরে পুরুষ অংশগ্রহণকারীগণের জন্য একটি নামাজের ঘর আছে। প্রশাসনিক ভবনের চতুর্থ তলায় নারী অংশগ্রহণকারীগণের জন্য নামাজ ঘর রয়েছে।

এনআইএলজি ক্যাফেটেরিয়া

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবনের নীচ তলায় একটি ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। এখানে সকাল ও বিকালের হালকা নাস্তা এবং দুপুরের খাবার পাওয়া যায়। দুপুরের খাবারের জন্য আগে থেকেই অর্ডার করতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা ও সেমিনারে অর্ডারের ভিত্তিতে স্ন্যাক্স ও খাবার সরবরাহ করা হয়। ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি রয়েছে যেখানে একজন জিএম, একজন ডিজিএম ও একজন ম্যানেজার দায়িত্ব পালন করছে। প্রয়োজনে জনাব মোঃ আবু এখতিয়ার হাশেমী, ডিজিএম ০১৭১৯-৪০৬৬৮২।

অধ্যায়-২

প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ: এনআইএলজি'র ৪(চার)টি বিভাগের মধ্যে প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগটি অন্যতম। এ বিভাগে ১জন পরিচালকের নেতৃত্বে সাধারণ প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, হোস্টেল, স্টোর, গ্রন্থাগার, ডকুমেন্টেশন সেন্টার, ক্যাফেটেরিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন হচ্ছে। সরকারের সাথে করা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে এ বিভাগটি অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকে।

এপিএ বাস্তবায়নে নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্ট:

ক্র:নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুবিভাগ/ বিষয়	নাম	পদবী
১.	এপিএ ম্যানেজমেন্ট	জনাব মো: ওমর ফারুক পারভেজ	সদস্য-সচিব
২.	এপিএ-সংযোজনী ১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	জনাব মো: মতিউর রহমান	গ্রন্থাগারিক
৩.	এপিএ-সংযোজনী ১.২ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা		
৪.	এপিএ-সংযোজনী ১.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা	জনাব মো: ওমর ফারুক পারভেজ	সহকারী পরিচালক
৫.	এপিএ-সংযোজনী ১.৪ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	জনাব মো: আবু এখতিয়ার হাশেমী	সহকারী গ্রন্থাগারিক
৬.	এপিএ-সংযোজনী ১.৫ তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা	জনাব নূরুল ইসলাম	গবেষণা কর্মকর্তা

বার্ষিক বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৯,৬৯,০০,০০০/- (উনচল্লিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ) টাকা। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মোট চার কিস্তিতে (জুলাই/২২ ইং থেকে জুন/২৩ইং) ছাড়কৃত ৩৯,৬৯,০০,০০০/- (উনচল্লিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ) টাকার মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৫,৭৮,৫৭,০০০ (পয়ত্রিশ কোটি আটাত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৪৩,৪৪,০০,০০০/- (তেতাল্লিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আয়ের উৎস

হোস্টেল ও শ্রেণি কক্ষ নিম্নোক্তভাবে ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এনআইএলজি'র হোস্টেল কক্ষ / সিট, শ্রেণী কক্ষ, মিলনায়তন ও সম্মেলন কক্ষ এবং অডিও ভিজুয়েল সামগ্রীর বর্তমান ভাড়ার হার নিম্নরূপ:

আইটেম	বিবরণ	বর্তমান ভাড়ার হার
মিলনায়তন এবং সম্মেলন কক্ষ	সরকারি অফিস/সংস্থা	১৫,০০০/-
	বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান	২৫,০০০/-
শ্রেণিকক্ষ	সরকারি অফিস/সংস্থা	৫,০০০/-
	বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান	৭,০০০/-
অডিও ভিজুয়েল সামগ্রী	সরকারি অফিস/সংস্থা	২,০০০/-
	বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান	৪,০০০/-
হোস্টেল কক্ষ/সিট	প্রশিক্ষার্থী (প্রতি সিট)	৫০০/-
	জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী	৫০০/-
	জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী	৬০০/- (ভিআইপি)
	বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান	৮০০/- (ভিআইপি)

প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জিম

প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলায় মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা জিম সেন্টার খোলা হয়েছে। জিম সেন্টারটিতে নিম্নের দ্রব্যাদি রয়েছে।

ক্র: নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১.	ইলেকট্রিক ট্রেডমিল	০৩টি
০২.	জিম বাইসাইকেল	০৩টি
০৩.	ওয়েট বেঞ্জ	০২টি
০৪.	Cross Trainer (Elliptical Bike)	০৩টি
০৫.	Sit up Bench	০৩টি

০৬.	Fit Masseger Machine	০৩টি
০৭.	Weight Ball	০২টি
০৮.	yoga Mat	১০ পিস
০৯.	yoga Ball	০৪টি
১০.	Looking Glass	৫০০ স্কার ফিট
১১.	ডাষেল	১৪ কেজি

প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ভৌত ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন

১	হোস্টেল ভবনে লিফট স্থাপন
২	হোস্টেল ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় কক্ষসমূহ আধুনিকীকরণ
৩	হোস্টেল ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় বাথরুমসমূহ আধুনিকীকরণ
৪	হোস্টেলের জন্য নতুন বিছানাপত্র ক্রয়
৫	কম্পিউটার (ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ) ক্রয়
৬	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ফার্নিচার ক্রয়
৭	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিটি অফিস কক্ষে আধুনিক ইন্টারনেট সুবিধা পুনঃস্থাপন
৮	ডিজিটাল স্টুডিও স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়
৯	অডিও ভিজ্যুয়েল ইকুইপমেন্ট ক্রয়
১০	শরীর চর্চার অংশ হিসেবে আধুনিক ব্যায়ামাগার স্থাপন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের কিছু স্থির চিত্র।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে এনআইএলজির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল



শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি



বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার ৯৪তম জন্মবার্ষিকীতে মহাপরিচালক মহোদয় ও পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়) মহোদয়ের ফুলেল শ্রদ্ধা।



শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল



এনআইএলজি পরিচালনা বোর্ড সভা



মাসিক সমন্বয় সভা

অধ্যায়-৩

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগ

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগ: এনআইএলজি'র ৪(চার)টি বিভাগের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিভাগে ১জন পরিচালকের নেতৃত্বে ১জন যুগ্মপরিচালক, ৮জন উপপরিচালক ও ৪ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ও নগর স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া অডিও ভিজুয়্যাল শাখা নামে একটি শাখা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. স্থানীয় সরকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
২. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ এ জনপ্রতিনিধি, নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৩. স্থানীয় সরকারের সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৪. স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
৫. স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মশিবির, সেমিনার এবং সম্মেলনের আয়োজন করা;
৬. বিভিন্ন সংস্থা/প্রকল্পের চাহিদার প্রেক্ষিতে অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৭. প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

প্রশিক্ষণের ধরণ

এনআইএলজি প্রশিক্ষণের মান বজায় রেখে আধুনিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। এনআইএলজি বর্তমানে ৫ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে, যেমন-

১. প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্স;
২. বুনিয়াদি কোর্স;
৩. বিষয় ভিত্তিক কোর্স;
৪. রিফ্রেশার্স কোর্স;
৫. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স।

এনআইএলজির প্রশিক্ষণার্থী

- ১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি;
- ২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী;
- ৩) জেলা ও উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য হিসেবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ৪) এনআইএলজির অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ;
- ৫) বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর ধরণ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা;
- সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়সমূহ;
- প্রকল্প ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ।

সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুরসমূহ

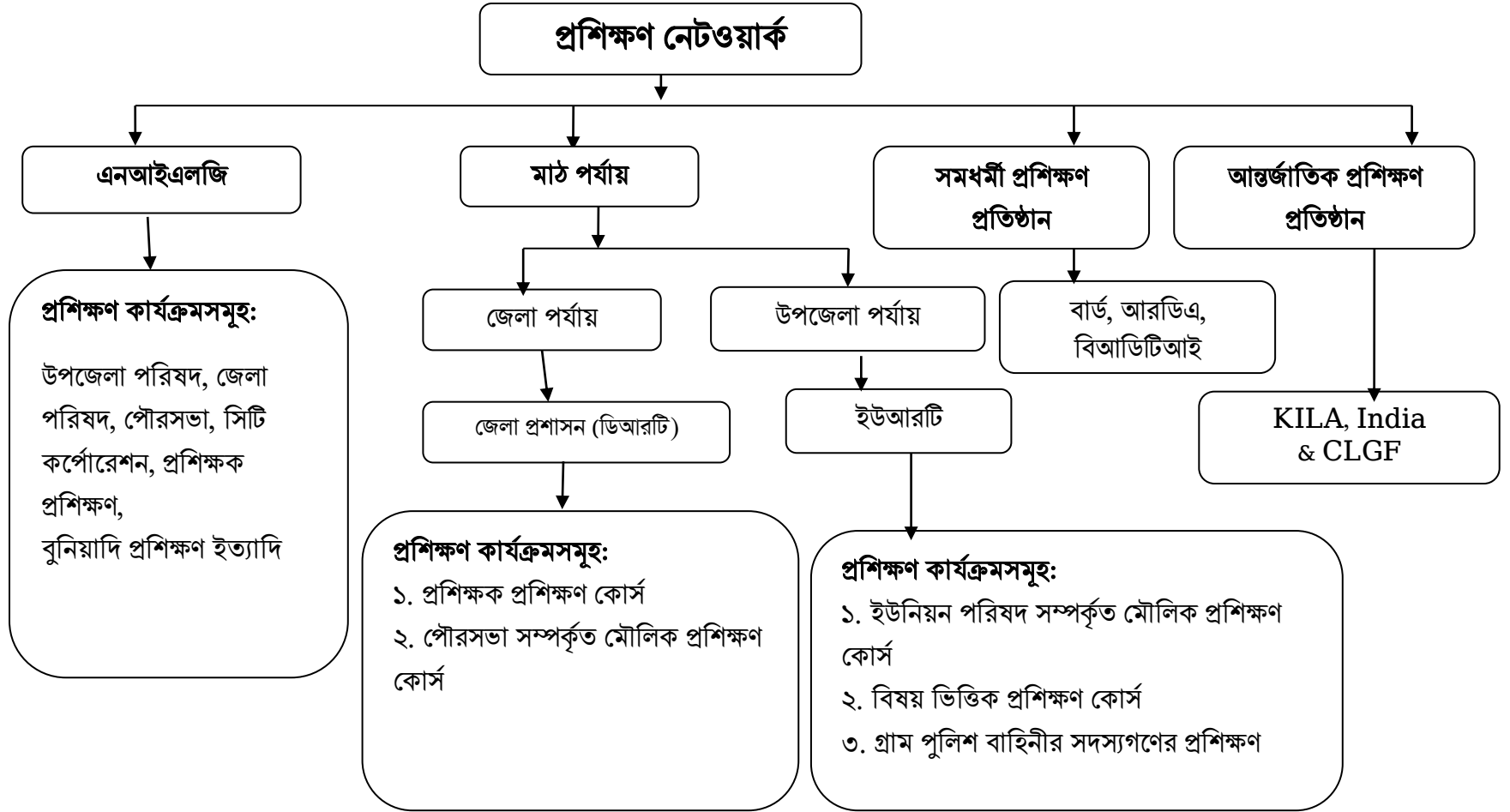
সাধারণতঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থীগণের চাহিদার ভিত্তিতেই আয়োজন করা হয়। কোর্সগুলোতে শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা ও দলগত আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। কোর্সসমূহের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোঃ

- বাংলাদেশের সংবিধান, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার;
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ;
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, দায়িত্ব ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, ইত্যাদি;
- মাঠ প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাগণের ভূমিকা;
- স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা এবং সংবিধানে এর অবস্থান;
- জাতীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর স্থানীয় সরকার;
- গ্রামীণ স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের ভূমিকা;
- স্থানীয় সরকারের সাথে জাতীয় সরকারের সম্পর্ক;
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ভূমিকা;
- ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়িত্ব ও কার্যাবলী;
- ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ;
- অফিস ব্যবস্থাপনা;
- পরিদর্শন, তদন্ত, রিপোর্ট- রিটার্ন তৈরি ও প্রেরণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
- স্থানীয় সরকারের অফিস নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা;
- সরকারি ক্রয় আইন, ২০০৬ এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল গঠন, আয়ের উৎস, কর নিরূপন ও আদায়, বাজেট প্রণয়ন, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা ইত্যাদি;
- প্রকল্প প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
- কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া;
- বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থাপনা (গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬, পৌরসভা বিরোধ মীমাংসা বোর্ড আইন, ২০০৮);
- স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশদের ভূমিকা;
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন;
- দুর্নীতি দমনে দুর্নীতি দমন কমিশন এর ভূমিকা;
- জেন্ডার;

- পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও স্যানিটেশন;
- শিশু অধিকার, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নিরোধ, নারী ও শিশু পাচার, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ;
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সচেতনতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব পাচার ও চোরাচালান দমন;
- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ;
- তথ্য অধিকার;
- কম্পিউটার পরিচালনা;
- সরকারি নীতি নির্ধারণ ও নির্দেশনা;
- সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচী সংক্রান্ত বিষয়াদি, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

১. উপস্থাপন;
২. উপস্থাপন ও আলোচনা;
৩. দলীয় আলোচনা;
৪. প্রশ্নোত্তর;
৫. অনুশীলন;
৬. সিমুলেশন গেইম;
৭. ডেমনস্ট্রেশন;
৮. ব্রেন স্টর্মিং;
৯. অভিনয়;
১০. সিডিকিট সেশন;
১১. লানিং জানার্ল;
১২. কেইস স্টাডি;
১৩. মাঠ পরিদর্শন, ইত্যাদি।



২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যবলি

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

(এনআইএলজি)

২৯, আগারগাঁও, শেও বাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগের বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

(জুলাই, ২০২২ - জুন ২০২৩)

ইং	কোর্সের শিরোনাম	কোর্স অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান	অংশগ্রহণকারী	লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন		
				ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার
প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত								
ইউনিয়ন পরিষদ								
১.	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	জেলা	ইউআরটি সদস্য	৫১	১৭০০	৫১	১৭২২	১০১%
২.	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ	উপজেলা	চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব	৯৫০	৪০৫০০	৮৬০	৪০৫৭২	১০০%
৩.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	এনআইএলজি	সচিব	৮	৩২০	৮	৩২০	১০০%
৪.	ইউনিয়ন পরিষদ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	এনআইএলজি	হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৪২০	১৪	৪১৯	১০০%
উপজেলা পরিষদ								
৫.	উপজেলা পরিষদ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	এনআইএলজি	উপজেলা পরিষদ এবং উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর কর্মচারী	১০	৩৬০	১০	৩৫৭	৯৯%
জেলা পরিষদ								
৬.	জেলা পরিষদ সম্পর্কিত অবহিতকরণ	ডিপিএইচই	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	১	৬১	১	৬১	১০০%
পৌরসভা								
৭.	পৌরসভা প্রশাসন ও পরিদর্শন কোর্স	এনআইএলজি	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার	২	৬৪	২	৭২	১১২%
৮.	পৌরসভার সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	এনআইএলজি	পৌরসভা মেয়র ও কাউন্সিলর	৪	২০০	৪	১৮৯	৯৫%
৯.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	এনআইএলজি	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	১	৩০	১	৩০	১০০%
সিটি কর্পোরেশন								
১০.	সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	এনআইএলজি / সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	কাউন্সিলর	৫	২০০	৫	২১৩	১০৭%
১১.	অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	এনআইএলজি	সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী	৮	২৮৮	৮	২৮৫	৯৯%
১২.	দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কোর্স	এনআইএলজি	সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা	৩	৯৯	৩	৯৭	৯৮%
অন্যান্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা								
১৩.	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	এনআইএলজি	এনআইএলজির কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৩৬টি (৬০ ঘন্টা)	৭৪ জন	৩৬টি (৬০ ঘন্টা)	৬৮	১২০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
১৪.	নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সার্টিফিকেট কোর্স	এনআইএলজি	স্থানীয় সরকার, প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গ	১	৩০	১	৩০	১০০%
১৫.	সঞ্জিবনী কোর্স	এনআইএলজি	এনআইএলজির কর্মকর্তা ও	৩	-	৩	-	১০০%

১৬.	কর্মশালা/সেমিনার	এনআইএলজি	কর্মচারী সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার	৬	-	৭	৩৫০	(সংখ্যার ভিত্তিতে) ১১৭% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
মোট				১১০৩	৪৪৩৪৬	১০১৪	৪৪৭৮৫	১০১%
উন্নয়ন সহযোগী সহায়তায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়)								
১৭	কর্মশালা/সেমিনার (এসডিজি লোকালাইজেশন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম)	এনআইএলজি		৩টি	৬০ জন	৩টি	৬০ জন	১০০%
১৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম টিওটি	এনআইএলজি	এনআইএলজি কর্মকর্তাবৃন্দ	১টি	১৫ জন	১টি	১৫ জন	১০০%
১৯	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণ	এনআইএলজি	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার; উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ	৪টি	৯৮ জন	৪টি	৯৮ জন	১০০%
২০	এসডিজি লোকালাইজেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (জিআইজেড অর্থায়ন)	এনআইএলজি	নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ	২টি	৫০ জন	২টি	৪৮ জন	৯৬%
মোট				১০	২২৩	১০	২২১	৯৯%
সর্বমোট				১১১৩	৪৪৫৬৯	১০২৪	৪৫০০৬	১০১%

ইভেন্ট অনুযায়ী বিবরণ

ইভেন্ট	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
প্রশিক্ষণ কোর্স	১০১৪	৪৪৫৯৬
কর্মশালা	১০	৪১০
মোট	১০২৪	৪৫০০৬

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ

স্থান	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
উপজেলা	৮৬০	৪০৫৭২
জেলা	৫১	১৭২২
সিটি কর্পোরেশন (নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পো.)	১	৩৬
মোট	৯১২	৪২৩৩০

ঢাকায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ

স্থান	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
এনআইএলজি	১১১	২৬১৫
ডিপিএইচই	১	৬১
মোট	১১২	২৬৭৬

প্রশিক্ষণার্থীর ধরনের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কোর্সের বিবরণ

স্থান	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি	১০	৪৬৩
নিয়োজিত কর্মচারী	১৩৮	৩৪১৫
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নিয়োজিত কর্মচারী	৮৭৬	৪১১২৮
মোট	১০২৪	৪৫০০৬

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
(এনআইএলজি)

২৯, আগারগাঁও, শেওে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন
(জুলাই, ২০২২- জুন ২০২৩)

নং	কোর্সের শিরোনাম	কোর্স অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান	অংশগ্রহণকারী	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	এপিএ অর্জন	এপিএ অর্জনের হার
১.	স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অবহিতরণ কোর্স	এনআইএলজি	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার	৪০	৭২	১৮০%
২.	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	জেলা	ইউআরটি সদস্য	১৫০০	১৭২২	১১৪%
৩.	ইউনিয়ন পরিষদ অবহিতরণ	উপজেলা	চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব	৩২২০০	৪০৫৭২	১২৬%
৪.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	এনআইএলজি	সচিব	৩৪০	৩৫০	১০৩%
৫.	আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশের ভূমিকা	উপজেলা	গ্রাম পুলিশ	২৫০০	-	
৬.	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত অবহিতরণ	এনআইএলজি	হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৫০	৪১৯	১৬৮%
৭.	সিটি কর্পোরেশন অবহিতরণ	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	কাউন্সিলর	৭০	২১৩	৩০৪%
৮.	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	এনআইএলজি	এনআইএলজির কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৫০ ঘন্টা	৬০ ঘন্টা	১২০%
৯.	পারস্পরিক শিখন শিক্ষা সফর (দেশের অভ্যন্তরে)	এনআইএলজি	ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী ও অন্যান্য	৭	৮	১১৪%
১০.	সঞ্জিবনী কোর্স	এনআইএলজি	এনআইএলজির কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৩	৩	১০০%
১১.	কর্মশালা/সেমিনার	এনআইএলজি	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার	৫	৬	১২০%
	মোট			৩৬৯৬৫	৪৩৩৬৫	১১৭%

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। কোর্সের নাম: প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: জেলা রিসোর্স টিম (ডিআরটি) এবং উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) এর সদস্য।

কোর্সের মেয়াদ: ০২ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- এনআইএলজি কর্তৃক আয়োজিত ডিআরটি এবং ইউআরটি সদস্যগণের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণের জন্য “ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন অবহিতকরণ” শীর্ষক কোর্সে আলোচক হিসেবে রিসোর্স টিমের সদস্যগণের ফ্যাসিলিটেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

ফ্যাসিলিটেশন কৌশল সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা। তথা একজন ফ্যাসিলিটেটরকে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কৌশলগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। ফ্যাসিলিটেটর তার অধিবেশনকে কিভাবে প্রাণবন্ত করবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া। এবং ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক বিষয় গুলি সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

কোর্সের বিষয়বস্তু: কোর্সের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হলো-

- শিখন ও প্রশিক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ উপকরণ ও এর ব্যবহার;
- প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ এবং ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী নিয়ন্ত্রণ কৌশল;
- প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং এর ব্যবহার;
- প্রশিক্ষকের করণীয় ও বর্জনীয়;
- প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োগিক অধিবেশন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক অধিবেশন উপস্থাপন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিজাইন করা হয়েছে। মৌলিক টিওটি এর ধাপে উপস্থাপন, প্রশ্নতোর ও অনুশীলন পদ্ধতি; ম্যান্টরিং ধাপে এনআইএলজির সহায়ক/অনুষদ সদস্যগণ প্রতিটি উপজেলার ইউআরটি এর সদস্যগণকে পৃথকভাবে অধিবেশন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা, পদ্ধতির প্রয়োগ এবং যেসব উপকরণ প্রয়োজন তার ব্যবহার সম্পর্কে হাতে কলমে ধারণা প্রদান করেছেন; অধিবেশন উপস্থাপন পর্বে মডারেটর প্রশিক্ষণার্থীগণ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে যে কোন একজন অধিবেশন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন এবং অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কে মতামত প্রদান করে তার অধিবেশন পরিচালনাকে আরো সমৃদ্ধ করেন।



বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ইউআরটি সদস্যগণের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থির চিত্র

২। কোর্সের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবগণ

কোর্স বাস্তবায়নের স্থান: উপজেলা রিসোর্স টিমের সহায়তায় উপজেলা পর্যায়ে

কোর্সের মেয়াদ: ০৩ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- পরিষদ পরিচালনার জন্য জারিকৃত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া;
- ইউনিয়ন পরিষদের বিচার ব্যবস্থা গ্রাম আদালত পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া; এবং
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশ;
- ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ এবং আয়ের উৎস;
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব এবং গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- ইউনিয়ন পরিষদ কার্যপরিচালনা;
- পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন;
- সরকারি ক্রয় পদ্ধতি;
- ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা;
- ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত কার্যক্রম;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG);
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম;
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- শুদ্ধাচার কৌশল ও পারস্পরিক শিখন কর্মসূচী;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

কোর্সের ডিজাইন: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবগণকে একত্রে তিন দিনব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) এর সদস্যগণের সহায়তায় কোর্সটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় এনআইএলজির অনুষদ সদস্য প্রেরণ করা হয় কোর্সটি মনিটরিং করার জন্য। অধিবেশন পরিচালনায় কোন সহযোগিতা ও সংযোজন করার প্রয়োজন হলে এনআইএলজির অনুষদ সদস্যগণ সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোর্সটিতে সাধারণত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অনুশীলন এবং ভিডিও ডকুমেন্টরী প্রদর্শন, পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



বিভিন্ন উপজেলায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থির চিত্র

৩। কোর্সের নাম: বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণ (আলাদা আলাদা কোর্স)

কোর্সের মেয়াদ: ৩০ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণকে পরিষদ পরিচালনার ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তোলা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ সহ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য জারিকৃত অন্যান্য আইন, বিধিমালা, পরিপত্র ও নীতিমালাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- পরিষদগুলোকে পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের দক্ষ গাইড হিসেবে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউপি সচিবের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউপি সচিবকে অফিস পরিচালনার ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তোলা;
- পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউপি সচিবগণকে সম্পদ আহরণ, তহবিল গঠন, হিসাব রক্ষণ, গ্রাম আদালত/বোর্ড আইন, সভা পরিচালনা, বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়, যেমন-ডিজিটাল বাংলাদেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার, ইত্যাদি বিষয়ের সাথে পরিচিত করা এবং এ ক্ষেত্রে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা।

কোর্সের বিষয়বস্তু: মোট ১০৭টি অধিবেশন নিয়ে কোর্সটি ডিজাইন করা হয়েছে। মডিউল অনুযায়ী কোর্সের আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ:

মডিউল নং	মডিউল শিরোনাম	বিষয়বস্তুর সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ সরকার ও স্থানীয় সরকার	০৬টি
২.	জনপ্রশাসন ও সমন্বয়	০৪টি
৩.	পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	১৯টি
৪.	অফিস ব্যবস্থাপনা	০৭টি
৫.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১২টি
৬.	পরিকল্পনা ও বাজেট	১১টি
৭.	স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা	০৭টি
৮.	অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন	১০টি
৯.	বিচার ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ	০৭টি
১০.	পরিবেশ সংরক্ষণ	০৪টি
১১.	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ	২০টি
	মোট	১০৭টি

এছাড়াও প্রশিক্ষণ চলাকালীন পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণের প্রয়োজনে আরো অধিবেশন সংযোজন করে অধিবেশন পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীগণের চাহিদা মোতাবেক সম্প্রসারিত অধিবেশনও পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: মাসব্যাপী বুনিয়াদী কোর্সটি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রায় সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণ পরিচালনায় স্থানীয় সরকার বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর হতে বিশেষজ্ঞ অতিথি আলোচককে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, অনুশীলন, রোল প্লে, মক ট্রায়াল, লার্নিং জার্নি, মাঠ পরিদর্শন এবং ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



পৌর নির্বাহী কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

ইউপি সচিবগণের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

৪। কোর্সের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: ইউনিয়ন পরিষদ হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণ

কোর্স বাস্তবায়নের স্থান: এনআইএলজি

কোর্সের মেয়াদ: ০৫ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- অফিস ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাজে হিসাব সহকারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান;
- ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা, প্রবিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
- ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সংরক্ষণ ও নীরিক্ষা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
- পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে অবহিত করা।

কোর্সের ডিজাইন: প্রতিটি ব্যাচে ৩০ জন হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ৫দিন ব্যাপি কোর্সটি এনআইএলজিতে বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোর্সটিতে সাধারণত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন, আলোচনা, প্রশ্নউত্তর এবং ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



৫। কোর্সের নাম: পৌরসভা সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তাগণ

কোর্সের মেয়াদ: ০৩ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- পৌরসভার মেয়র এবং ওয়ার্ড কমিটি ও স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং পরিষদের সদস্য হিসেবে কাউন্সিলরগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা তৈরীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- পরিষদের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্টভাবে অবহিত করা;
- পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সম্পদ সুচিহ্নিত করে আয় বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা পালন করবে তা জানানো;
- ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি, স্থায়ী কমিটির সভাপতি, পরিষদের সদস্য এবং টিএলসিসি এর সদস্য হিসাবে কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন তা জানানো; এবং
- পরিষদের যে কোন দায়িত্ব পালনে কিভাবে দলীয় ও একক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে তা হাতে-কলমে তথা অনুশীলন এর মাধ্যমে শেখানো।
- কোর্সের বিষয়বস্তু: তিনদিনব্যাপী কোর্সটি মোট ১৩টি অধিবেশন নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। কোর্সটির আলোচ্য বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধিক ব্যবহার্য বিষয়সমূহ
- পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী
- পৌরসভার কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুবিধাদি
- পৌরসভার কার্য বিধিমালা, ২০১২ এর গুরুত্বপূর্ণ বিধিসমূহ
- পৌরসভার স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী
- পৌরসভার সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা
- আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ অনুশীলন
- বিরোধ মিমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে পৌরসভার ভূমিকা
- পৌরসভার সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ
- ক্রস কাটিং ইস্যুসমূহ:
- পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- ওয়ার্ড কমিটি ও টিএলসিসি
- ওয়ার্ড কমিটির সভার ভূমিকা অভিনয়
- কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (দলীয় ও একক)

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোর্সের অধিকাংশ অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়েছে। কোর্সে দলীয় অনুশীলন পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য একক অনুশীলন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দকে অতিথি আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।



পৌরসভা সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থির চিত্র

৬। কোর্সের নাম: পৌরসভার প্রশাসন ও পরিদর্শন কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার

কোর্সের মেয়াদ: ০১ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- পৌরসভার প্রশাসন পরিচালনা পদ্ধতি যথাযথ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে উন্নত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

- পৌরসভার সম্পদসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা;
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভার সম্পদসমূহ
- পরিদর্শন ও রিপোর্টিং পদ্ধতি আলোচনা।

৭। কোর্সের নাম: জেলা পরিষদ সম্পর্কিত অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ

কোর্সের মেয়াদ: ০১ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- জেলা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে চেয়ারম্যানগণকে অবহিত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- সদস্যগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্টভাবে অবহিত করা;
- জেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা;
- সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহ যেমন-এসডিজি বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ইনোভেশন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা।

কোর্সের বিষয়বস্তু: ০১ দিনব্যাপী কোর্সটি মোট ৬ টি অধিবেশন নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। কোর্সটির আলোচ্য বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

- স্থানীয় সরকার ও জেলা পরিষদের ক্রমবিকাশ;
- জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এবং জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ;
- জেলা পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
- জেলা পরিষদের তহবিল গঠন, পরিষদের সম্পদ, বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;
- ক্রয় পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ (পিপিএ ও পিপিআর);
- ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র/রেকর্ড সংরক্ষণ, অভিযোগ ও আপিল এবং রিভিউ প্যানেল
- হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব নিরীক্ষা আপত্তি-নিষ্পত্তি;
- অফিস ব্যবস্থাপনা;
- নিয়োগ, আচরণ, শৃংখলা ও ছুটি;
- সভা, সভার নোটিশ, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী;
- তথ্য ও তথ্য অধিকার ও শুদ্ধাচার কৌশলপত্র;

কোর্সের পদ্ধতি: কোর্সটি আলোচনা, উপস্থাপন ও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি অবলম্বনে পরিচালনা করা হয়েছে।

৮। কোর্সের নাম: সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ

কোর্সের মেয়াদ: ০৩ দিন

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্টভাবে অবহিত করা;
- পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সম্পদ সুচিহ্নিত করে আয় বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে অবহিত করা;
- কর্পোরেশনের যে কোন দায়িত্ব পালনে কিভাবে দলীয় ও একক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে তা হাতে-কলমে তথা অনুশীলন এর মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কোর্সের বিষয়বস্তু: দুই দিনব্যাপী কোর্সটি মোট ১২টি অধিবেশন নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। কোর্সটির আলোচ্য বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
- সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী
- স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী
- সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২
- সিটি কর্পোরেশনের সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা
- সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা
- সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ
- প্রস্তুতকরণ (দলীয় ও একক)

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোর্সের অধিকাংশ অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়েছে। কোর্সে দলীয় অনুশীলন পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য একক অনুশীলন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দকে অতিথি আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।



সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের স্থির চিত্র

১০। কোর্সের নাম: অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ

কোর্সের মেয়াদ: ০২ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- কর্পোরেশনের অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- অফিস ব্যবস্থাপনা ফাইলিং, নোটিং ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেয়া;
- সিটি এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সম্পদ সুচিহ্নিত করে আয় বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে অবহিত করা;
- কর্পোরেশনের যে কোন দায়িত্ব পালনে কিভাবে দলীয় ও একক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে তা হাতে-কলমে তথা অনুশীলন এর মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কোর্সের বিষয়বস্তু: দুই দিনব্যাপী কোর্সটি মোট ১২টি অধিবেশন নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। কোর্সটির আলোচ্য বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
- সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী
- নোটিং ও ফাইলিং
- সচিবালয় নির্দেশমালা
- সিটি কর্পোরেশনের সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা
- সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা
- সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ
- প্রস্তুতকরণ (দলীয় ও একক)

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোর্সের অধিকাংশ অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়েছে। কোর্সে দলীয় অনুশীলন পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য একক অনুশীলন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দকে অতিথি আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

১১। কোর্সের নাম: দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ

কোর্সের মেয়াদ: ০২ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা;
- অফিস ব্যবস্থাপনা ফাইলিং, নোটিং ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেয়া;
- সিটি এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সম্পদ সুচিহ্নিত করে আয় বৃদ্ধিতে কিভাবে ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে অবহিত করা;
- কর্পোরেশনের যে কোন দায়িত্ব পালনে কিভাবে দলীয় ও একক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে পারবে তা হাতে-কলমে তথা অনুশীলন এর মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কোর্সের বিষয়বস্তু: দুই দিনব্যাপী কোর্সটি মোট ১২টি অধিবেশন নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। কোর্সটির আলোচ্য বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
- সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী
- নোটিং ও ফাইলিং
- সচিবালয় নির্দেশমালা
- সিটি কর্পোরেশনের সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা
- সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা
- সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ
- প্রস্তুতকরণ (দলীয় ও একক)

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোর্সের অধিকাংশ অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়েছে। কোর্সে দলীয় অনুশীলন পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য একক অনুশীলন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে অতিথি আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

১১। কোর্সের নাম: নগর স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সার্টিফিকেট কোর্স

কোর্সের অংশগ্রহণকারী: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ
কোর্সের মেয়াদ: ৪২ দিন

কোর্সের উদ্দেশ্য: কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হলো- নগর স্থানীয় সরকার বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরি করা।

১২। পারস্পরিক শিখন শিক্ষা সফর

এনআইএলজি পারস্পরিক শিখন শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করা হলো-

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন: এনআইএলজির সাথে সাজুয্যপূর্ণ ও সমধর্মী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে।

উদ্দেশ্য-১: আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হতে ধারণা লাভ করা।

উদ্দেশ্য-২: ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নন্দিত কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করা এবং পরিচালনা প্রক্রিয়া জানানো, যেন চেয়ারম্যান ও সচিববৃন্দ কাজগুলো স্ব স্ব পরিষদে বাস্তবায়ন করতে পারে।

অংশগ্রহণকারী: এনআইএলজির অনুষদ সদস্য, প্রশিক্ষণার্থী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি।

১৩। কর্মশালা/সেমিনার: এনআইএলজির কর্মশালাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

- **ভ্যালিডেশন কর্মশালা:** এনআইএলজির নিয়মিত একটি কাজ ভেলিডেশন কর্মশালা আয়োজন করা। ভ্যালিডেশন কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য প্রণীত প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুকসমূহ পর্যালোচনা তথা ভ্যালিডেট করা হয়ে থাকে।
- **কর্মশালার অংশগ্রহণকারী:** স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনআইএলজির কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ।

১৪। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এনআইএলজির বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্যগণ, এনআইএলজির কর্মকর্তাগণ, পৌরসভার মেয়র, পৌরসভার স্থায়ী কমিটির সভাপতি/কাউন্সিলর, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ইউনিসেফ এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ: জাইকা, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ডেনিডা, বৃটিশ কাউন্সিল, প্লান-বাংলাদেশ, ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার স্থির চিত্র



স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন মিটিং



সপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন



কর্মকর্তাগণের অভ্যন্তরিন প্রশিক্ষণ



৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক কর্মশালা



এসডিজি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স



কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ

অধ্যায়-৪

গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ: এনআইএলজি'র ৪(চার)টি বিভাগের মধ্যে গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগে ১জন পরিচালকের নেতৃত্বে ১জন যুগ্মপরিচালক, ৭জন গবেষণা কর্মকর্তা, ১জন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও ৬ সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া এ বিভাগের ১টি শাখা রয়েছে প্রকাশনা শাখা। প্রকাশনা শাখায় প্রকাশনা কর্মকর্তা, সহকারী প্রকাশনা কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

গবেষণা ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;
২. স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন নিয়ে জার্নাল প্রকাশ করা;
৩. প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে নিউজলেটার প্রকাশ করা;
৪. স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রকাশ ও বিক্রয় করা;
৫. গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন এবং কর্মশালা আয়োজন করা;
৬. দেশে ও বিদেশে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
৭. দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;
৮. এছাড়া স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিষয় ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা;
৯. এই বিভাগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হল:
 - (ক) প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন;
 - (খ) প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণকে গবেষণা কাজে নিয়োজিত করা ও তাদের দিকনির্দেশনা প্রাদান;
 - (গ) গবেষণা প্রকল্প গ্রহণে কাজ করা;
 - (ঘ) গবেষণা প্রতিবেদনের এর মান উন্নয়নে পরামর্শ প্রাদান;
 - (ঙ) গবেষণা কার্যক্রমের উপর সময় সময় প্রতিবেদন দাখিল; ও
 - (চ) গবেষণা বিভাগের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা নীতিমালা রয়েছে যা এনআইএলজি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা কারিগরী বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি গবেষণা কমিটি রয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে দায়িত্ব
১.	ড. নুসরাত জাহান চৌধুরী, অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)।	: সভাপতি
২.	ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী, এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব) পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
৩.	ড. মনজুর হোসেন, পরিচালক, গবেষণা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, ঢাকা (মহাপরিচালক, বিআইডিএস কর্তৃক মনোনীত)।	: সদস্য
৪.	ড. মোঃ জহুরুল ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা (রেক্টর, বিপিএটিসি কর্তৃক মনোনীত)।	: সদস্য
৫.	ড. মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক গবেষণা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা (মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক মনোনীত)।	: সদস্য
৬.	মোঃ সবুর হোসেন (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ), এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
৭.	পরিচালক (কর্মসূচী ও মূল্যায়ন), এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য
৮.	মোঃ ইসরাত হোসেন খান পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা), এনআইএলজি, ঢাকা।	: সদস্য-সচিব

গবেষণার অনুমোদিত বাজেট অনুসারে অর্থবছরভিত্তিক দু'ধরনের গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা পরিচালিত হয়: (ক) একক গবেষণা অনুর্ধ্ব ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা; (খ) যৌথ গবেষণা অনুর্ধ্ব ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা। এনআইএলজি'র সকল অনুষদ সদস্য এবং গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষায় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এনআইএলজি বহির্ভূত যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিক গবেষণা প্রকল্প/সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারে। গবেষণা কাজে এনআইএলজি বহির্ভূত গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বছর ভিত্তিক মোট গবেষণা কর্মের ন্যূনতম ২৫% গবেষণার সাথে এনআইএলজি'র কর্মকর্তগণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না। এ বিভাগের একটি প্রকাশনা শাখা রয়েছে। প্রতি বছর দুটি জার্নাল, নিউজলেটার, প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল, প্রশিক্ষণ সহায়িকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এনআইএলজি'র একটি প্রকাশনা নীতিমালা রয়েছে যা এনআইএলজি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট স্থির চিত্র



বাস্তবায়িত গবেষণা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন



বাস্তবায়িত গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশ সমূহ অংশীজনের সাথে মতবিনিময় কর্মশালা

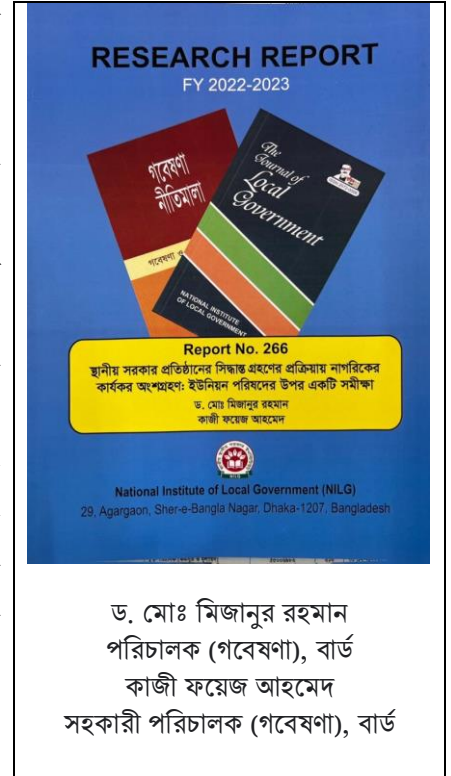
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গবেষণা ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ১০ (দশ) টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যথা:

১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণ: ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশেষ করে ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিরূপন করার জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় প্রধান গবেষণা প্রশ্ন ছিলঃ i) ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলসমূহ কী কী? ii) ইউনিয়ন পরিষদের ঐ সকল প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলসমূহে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ ও তার সমাধানসমূহ কী কী?। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ i) ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা; ii) ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জগুলি ও তার সমাধানসমূহ খুঁজে বের করা; iii) ইউনিয়ন পরিষদের ঐ সকল কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।



গবেষণায় গুনবাচক পদ্ধতি হিসেবে কেআইআই, কেইস স্ট্যাডি, ফোকাস দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণও গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে কাজে লাগানো হয়েছে। গবেষণায় প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্যাদি বাংলাদেশের পুরাতন ৪টি বৃহৎ বিভাগের ৪টি জেলার ৪টি উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া স্ট্যান্ডিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কমিটির উপর বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে ফোকাস দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় সভার উপর ইউনিয়ন পরিষদের মিলনায়তন ও গ্রাম পর্যায়ে কেইস স্ট্যাডি সংগঠন করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা কৌশলসমূহে ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি এবং প্রকল্প সম্পর্কিত নানা ধরনের কর্মকান্ডে জনঅংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলো হলো ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বাজেট বরাদ্দ কম,

স্থানীয় জনগণের আগ্রহ কম, দলীয় লোকজেনদের দাপট বেশি, প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষের কোন অংশগ্রহণের সুযোগ তেমন একটা নাই। প্রচার, বিনোদন, আপ্যায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকে না। সমসাময়িক হিসেবে তারা বলেছেন যে, বাজেট বরাদ্দ বাড়তে হবে, সাধারণ জনগণকে ভালোভাবে আমন্ত্রণ করতে হবে, প্রচারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। সভায় আসার জন্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আপ্যায়ন এবং জনগণের সভায় যোগদানের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া সভা করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের সম্মানী বা ভাতার ব্যবস্থা করা যায়। প্রচার বাড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রচারের জন্য জুম্মার দিন মসজিদে ইমাম সাহেবের মাধ্যমে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া পুরুষ ও মহিলা মেম্বারদের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কার্যকারিতা বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের কার্যকারিতার গড় মান বেশি। সার্বিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলসমূহের অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বরাদ্দ বাড়তে হবে। তাদের জন্য দেশে ও বিদেশে নিত্য নতুন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রবর্তন করা যেতে পারে। মহিলাদের পরিষদ হতে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে আইনে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ এলকার জনগণের জন্য সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রকল্প কার্যক্রমের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা থেকে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে একটি শক্তিশালী তদারকি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনঅংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য উন্মুক্ত বাজেট সভা, ওয়ার্ড সভা এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা হচ্ছে কয়েকটি অন্যান্য সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল। জনপ্রতিনিধিগণ এ কৌশলসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে অবশ্যই জনগণের অংশগ্রহণের গুনগত পরিবর্তন ও মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

2. Training Need Assessment of Public Representative of Union Parishad and Paurashova: Perspective Bangladesh

Executive Summary

Government of Bangladesh is focusing on strengthening local government institutions for effective decentralization and democratization. Recent perspective plan emphasizes on a stronger, effective, participatory and accountable local government system as the basis for democratic transformation and consolidation.

The 8th Five Year Plan has identified the importance of strengthening local governments as one of the priority areas for better service delivery and good governance. The Government of Bangladesh puts special emphasis on strengthening the local government in order to bring the public services closer to the people and also to make sure that local people's preferences are well reflected in the planning process. Local Government

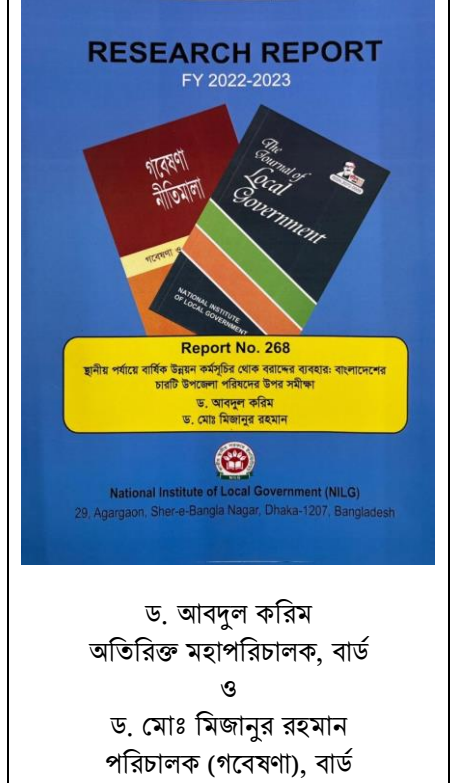
Dr. Md. Mahfuzur Rahman
Director (Rtd), Open University and
Former Training Specialist, NAEM
&
Md. Abu Ekhtier Hashemi
(Assistant Librarian), NILG.

Institutions (LGIs) especially Union Parishad, Upazila Parishad, Paurashava, Zila Parishad and City Corporation plays key role in the development of rural and urban economy that provide most of the demand driven services to the citizens. Most of the development works and social safety-net works are done by 5-tiers of local government. These five LGIs are the principal actors in implementing the mission and vision of the Government. The researchers have taken only two tiers like Union Parishad and Pourashova due to budget constraint. In this study, sample has been designed to provide reliable information about the training needs of two tiers of local government functionaries of Bangladesh. To achieve the objectives of the study sample has been selected in two stages with the expectation that the result might represent Training Need Assessment of public representatives of local government institutions in Bangladesh. Firstly, Four Union Parishads, Four Pourashavas have been selected purposively from Four divisions of Bangladesh considering socio-economic and geographical variances of different regions of the country. So this study was conducted to take respondents opinions and identify their training their needs by collecting information from 116 respondents of 4 Union Parishads and 4 Pourashovas through interviewing with structured questionnaires and FGDs. Their contribution towards poverty alleviation and promotion of economic growth is vital for national development. In today's world the complex nature of services, advanced technological application in service organizations and citizens' more sophisticated increasing expectations have obliged the management to keep its employees updated. The staff training either technical or behavioral has become the important factor before management in order to improve the employees' competency. Training is a planned effort of the organization to enhance employee knowledge and skills that are critical for successful job performance. Training Need Assessment (TNA) is the first step of SAT cycle which is considered the most important step in ensuring effectiveness of overall training process which minimizes errors in preparing Annual Training Plan (ATP) and is a continuous process of gathering data to determine what areas of training are necessary to develop the organization and help the organization in accomplishing its objectives, and it is fundamental for the success of a training program.

৩। স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খোক বরাদ্দের ব্যবহার: বাংলাদেশের চারটি উপজেলা পরিষদের উপর সমীক্ষা

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

বর্তমান উন্নয়নমুখী প্রশাসনে উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উপজেলা পরিষদ নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য স্থানীয় তহবিলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে খোক বরাদ্দ গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত খোক বরাদ্দ কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং উপজেলা পরিষদ এ ক্ষেত্রে সরকারি দর্শন ও দিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে কিনা তা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা হয়নি। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিলের আওতায় গৃহীত খোক বরাদ্দ ব্যবহার বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনা করা। গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে: ক) উপজেলা পরিষদের খোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত স্থানীয় প্রকল্পসমূহের ধরণ, প্রণয়ন পদ্ধতি ও বাস্তবায়নে গুণগতমান বিশ্লেষণ করা; খ) উপজেলা পরিষদের খোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা; গ) উপজেলা পরিষদের খোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে অংশীজনের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত অনুধাবন করা; এবং ঘ) উপজেলা পরিষদের খোক বরাদ্দ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নীতি নির্ধারণী বিষয়ক সুপারিশ প্রদান করা।



গবেষণাটি পরিচালনায় গুণগত ও পরিমাণগত (Qualitative and Quantitative) উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, ঘটনা অনুধ্যান বা কেস স্টাডি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণের সাথে Focus Group Discussion (FGD) পরিচালনা করা হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) যেমন, উপজেলা পরিষদের প্রতিবেদন, পরিকল্পনা বই, সরকারি পরিপত্র, উপজেলা পরিষদ আইন, বিধি বিধান ইত্যাদি প্রকাশিত উৎসসমূহ থেকে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের উত্তরদাতাদের কাছ থেকে Semi structured প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত ২৫জন জনপ্রতিনিধি (উপজেলা চেয়ারম্যান-১, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান-১ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-১২ ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য-৫) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে চারটি বিভাগের চারটি জেলার চার উপজেলা থেকে মোট ১০২ জন গ্রামবাসী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলা, ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা, খুলনা বিভাগের খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলা এবং রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা দৈব চয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত খোক বরাদ্দ ব্যবহার করে গবেষণাভুক্ত উপজেলা পরিষদসমূহ ২০২১-২২ অর্থ বছরে সর্বাধিক ৪২টি প্রকল্প গ্রহণ করে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ এবং সর্বনিম্ন ১৩টি প্রকল্প গ্রহণ করে ঢাকা জেলার গজারিয়া উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদের গড় বরাদ্দ ছিল ৬৮.১৭ লক্ষ টাকা। প্রাক্কলিত একক প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল ১৬.২০ লক্ষ টাকা এবং সর্বনিম্ন একক প্রকল্প বরাদ্দ ছিল ৬০,০০০.০০ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারে নির্দেশনায় উল্লেখ আছে যে, বস্তুগত অবকাঠামো খাতে সর্বোচ্চ ৩০% (পরিবহন ও যোগাযোগ খাত ১৫% এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প ১৫%) বরাদ্দ রাখা যাবে। পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪টি উপজেলা পরিষদেই এ বরাদ্দসীমা অতিক্রম করেছে। বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ প্রায় ৯৮% ব্যয় করেছে; ঢাকার গজারিয়া উপজেলা পরিষদ ব্যয় করেছে প্রায় ৬২%; খুলনার ফুলতলা প্রায় ৬২%; এবং রাজশাহীর পবা উপজেলা প্রায় ৭৯%।

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৪টি উপজেলা পরিষদের মধ্যে ৩টি উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্রাকার প্রকল্প গ্রহণের উপর অধিকতর আগ্রহ দেখায়। কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকল্পসমূহের (৯৫.২৩%) মূল্যমান (Project Cost) দুই লক্ষ টাকার নীচে। ঢাকার গজারিয়া উপজেলা পরিষদের দুই লক্ষ টাকার মূল্যবান প্রকল্প সংখ্যা ছিল ৪টি (৩০.৭৬%); খুলনার ফুলতলা উপজেলা পরিষদের দুই লক্ষ টাকার নীচে প্রকল্প সংখ্যা ২৩টি (৮৮.৪৬%) এবং রাজশাহী পবা উপজেলা পরিষদের দুই লক্ষ টাকা নীচে প্রকল্প সংখ্যা ২০টি (৭১.৪৩%)। অধিকাংশ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ঠিকাদারের মাধ্যমে যার পরিমাণ ৬৪% থেকে ৭৭%। পিআইসি-র মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা থেকে বেশি হয়েছে কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদে যা প্রায় ৪২%। অন্য ৩টি উপজেলা পরিষদ নির্দেশনা থেকে অর্থাৎ ৩০% এর নিচে রয়েছে। গজারিয়া উপজেলা টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ ছিল প্রায় ৯০%, খুলনার ফুলতলা ৭২% এবং রাজশাহীর পবা প্রায় ৭৯%।

গ্রামবাসীদের মধ্যে ৬০.৭৮% উত্তরদাতা প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না। গ্রামবাসীদের মধ্যে ৩৪.৩১% প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু অনিয়ম উল্লেখ করেছেন, যেমন বরাদ্দ জানানো হয় না, ভালো ইট ব্যবহার করে না, সঠিক উচ্চতায় ড্রেন না করা, ঠিকাদার কথা না শুনা এবং তদারকি না থাকা। প্রকল্পের গুণগতমান বাড়ানোর জন্য গ্রামবাসিগণ যা সুপারিশ করেছেন তা হলো: প্রকল্পের ডিজাইন সঠিক করা; জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা উভয়ের তদারকি নিশ্চিত করা; প্রকল্প বরাদ্দ সম্পর্কে পূর্বে এলাকার জনগণ-কে জানানো; শুল্ক মৌসুমে কাজ করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। চার উপজেলার গ্রামবাসি উত্তরদাতাগণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণমূলক প্রকল্প-কে অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছেন। সকল উপজেলায় গ্রামবাসীরা রাস্তা নির্মাণ; কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ; রাস্তা প্রতিরক্ষা ওয়াল, রাস্তা সলিং করা; পুকুর পাড় প্রতিরক্ষা, কালভার্ট নির্মাণ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পানি নিষ্কাশন জাতীয় প্রকল্পসমূহ যেমন, ডেইন নির্মাণ, পাইপ স্থাপন প্রকল্পসমূহ দ্বিতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছে। এছাড়া তাঁরা আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (যেমন- সেলাই শিক্ষা, সেলুন), বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল, গণ-শৌচাগার, রাস্তায় বাতি লাগানো, স্বল্প মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ জাতীয় প্রকল্পের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

সার্বিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের তহবিল সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের পর্যাপ্ত ধারণা নাই। জনপ্রতিনিধিদের ৭২% বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে জানে না। উপজেলা পরিষদের তহবিল ভালোভাবে ব্যবহার করার সুপারিশ সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের সবচেয়ে বেশি মতামত এসেছে জনগণের চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প নেয়ার বিষয়ে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সুপারিশ হচ্ছে রাস্তা ঘাট উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ

বৃদ্ধি করা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সব সময় তদারকি করা, প্রকল্প গ্রহণে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা, বাজার সংস্কার করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা, মহিলাদের উন্নয়নে জন্য বরাদ্দ বাড়ানো, রাজনৈতিক বা দলীয় প্রভাবমুক্ত বরাদ্দ বন্টন করা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে বরাদ্দ প্রদান করা। উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বলেছেন যে, অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার (স্কুল, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, পুকুরপাড়র রিটেনিং ওয়াল, পুকুর ঘাটলা নির্মাণ)। অগ্রাধিকার তালিকার অন্যান্য বিষয়গুলো হচ্ছে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন (২য়), আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বেকার যুবক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (মৎস ও প্রাণিসম্পদ, সেলাই মেশিন ইত্যাদি) (৩য়), হাট বাজার আধুনিক করা (৪র্থ), কৃষকদের মাঝে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিতে হবে (৫ম), মহিলাদের জন্য টয়লেট স্থাপন (৬ষ্ঠ), বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবয়েল স্থাপন (৭ম), নিরাপত্তা ভাতাভোগীদের সংখ্যা বাড়ানো (৮ম), কৃষির জন্য পাম্প স্থাপন ও সেচ ড্রেন নির্মাণ (৯ম) ও সড়ক বাতি লাগানো (১০ম)।

জনপ্রতিনিধিদের মতে উপজেলার এডিপি প্রকল্প প্রণয়নে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে: বাজেটের স্বল্পতার কারণে বড় প্রকল্পে হাতে নেয়া যায় না/বাজেট বরাদ্দ কম (১ম), প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বন্টনের নিয়ম থাকার কারণে চাহিদামত প্রকল্প নেয়া যায় না (২য়), চেয়ারম্যান নিজেদের পছন্দ এলাকা নিয়ে কাজ করে (৩য়), উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কে জানানো হয় না (৪র্থ), মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত করা হয় না (৫ম), সমন্বয়ের অভাব (৬ষ্ঠ) ও দলীয় প্রভাবে প্রকল্প নির্বাচন (৭ম)। জনপ্রতিনিধিদের মতে উপজেলা পরিষদের এডিপি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ১ম বাধা হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে জানানো হয় না, ২য় বাধা হচ্ছে প্রকল্পের সিডিউলের দর বাজারদরের চেয়ে কম হওয়ায় কাজের মান ভালো হয় না, তৃতীয়ত দলীয় লোকদের টেন্ডার দেয়া হয়, চতুর্থ তদারকির অভাব।

সুপারিশসমূহ

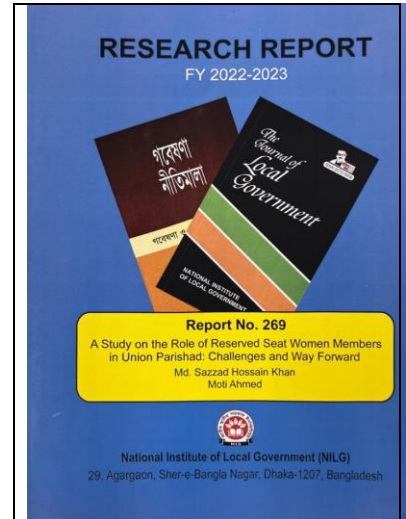
- উপজেলা পরিষদের থোক বরাদ্দের আওতায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্দেশিকায় কোনো সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ নেই। সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ যে সাইজের প্রকল্প গ্রহণ করছে উপজেলা পরিষদও প্রায়ই একই রকম সাইজের (Project Cost) প্রকল্প গ্রহণ করছে। যেহেতু উপজেলা পরিষদের থোক বরাদ্দ ব্যবহার নির্দেশনায় অধিকতর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা আন্তঃইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের উপর জোর দেয়ার বিষয়ে উল্লেখ আছে, সেহেতু উপজেলা পরিষদ সর্বনিম্ন প্রকল্প সাইজ কত হতে পারে তার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ এসেছে যে, সর্বনিম্ন Project Cost পাঁচ লক্ষ টাকা করা যায়।
- বিদ্যমান বরাদ্দ বিভাজনের ক্ষেত্রে খাত ভিত্তিক বরাদ্দসীমা কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ (Fixed) না রেখে স্থানীয় এলাকার জনগণের চাহিদার আলোকে বরাদ্দ বিভাজনের ব্যবস্থা Flexible রাখা যেতে পারে।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি হিসেবে পিআইসি এবং টেন্ডারের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদার পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা বিধারণ করার জন্য আরো গবেষণা করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সামাজিক নিরীক্ষা (Social Audit) ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যা ভারতে বেশ কার্যকর ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রকল্পে অনিয়ম দূর হতে পারে।
- উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের লক্ষ্যে থোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্প বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে একটি পরিকল্পনা সম্মেলন (Annual Planning Conference) করা যেতে পারে। এতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, থোক বরাদ্দ ব্যবহার বিষয়ে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলা ওয়েব সাইটে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্য আপলোড করা যেতে পারে এবং জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের (Stakeholders) জন্য অবহিতকরণ কর্মসূচি আয়োজন করতে পারেন।
- কেন্দ্রীয় সরকার থোক বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে পারে। যাতে করে স্থানীয় চাহিদার আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- থোক বরাদ্দ ব্যবহার করে SDG লক্ষ্য ও টার্গেট বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
- স্থানীয় দারিদ্র বিমোচনে থোক বরাদ্দের ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণে বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

4. A Study on the role of Reserved Seat Women Members in Union Parishad: Challenges and Way Forward

Executive Summary

Union Parishad (UP) is a century old local government institution in Bangladesh. UP expedite the local development activities through the active participation in the development activities of the central government. Union Parishad plays an important role in empowering women and ensuring equality between women and men. The Union Parishad can take necessary action for the protection of women's rights and protection of women from social prejudice and violence. According to the Local Government (Union Parishad) Act 2009, one-third of the Standing Committees of Union Parishad shall be chaired by women members elected from reserved seats. In case of implementation of the scheme at least one third of the total allocation will be implemented by the women of the scheme and this will be confirmed by the Union Parishad. The Government of Bangladesh has enacted the Union Parishad (Powers and Special Functions of Women Members of Reserved Seats) Rules, 2016 for



Md. Sazzad Hossain Khan
Research Investigator, icddr
Moti Ahmed
Assistant Research Officer,
NILG,

Reserved Seat Women Members to ensure that they can carry out their responsibilities efficiently. But in many cases they face various problems in performing the duties and responsibilities assigned to them. So, this study was conducted to assess the present situation of Reserved Seat Women Members and find out a way to overcome the

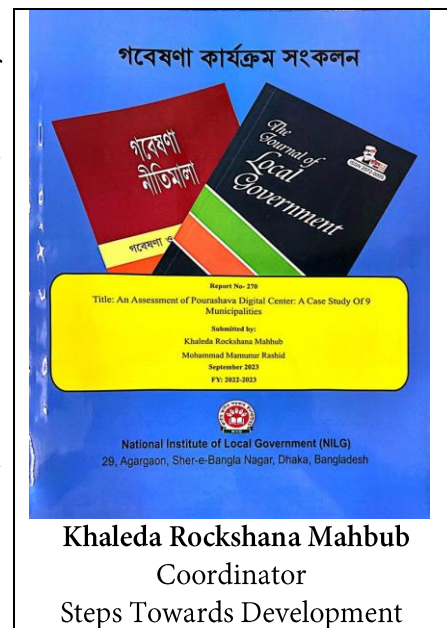
impediments by collecting information from 260 respondents of 20 Union Parishads through interviews with structured questionnaires. In addition, UNOs of the study area were joined in One-to-One Interview. The study identified that Reserved Seat Women Members do not have enough power in the decision-making process in comparison to the general seat's members. Unawareness about their rights and privileges, male domination and lack of proper education negatively cause to express their opinion in the decision-making process. Inadequate financial supports, low budget, and insecure revenue are the major constraints of UP's development. It impacts UP's finance disbursement among the reserve seat members. It is also identified that Reserved Seat Women Members chair as advisor in Ward Shava. But the advice of Reserved Seat Women Members are merely received. The study identified the entrenched patriarchal attitude by men within the family and outside is a significant barrier to women's effective participation in local government. Reserved Seat Women Members received inadequate cards of different of SNCs to distribute among vulnerable peoples in their three consecutive wards. The Reserved Seat Women Members are still far away in acquiring equal status as male members in the UP. They are disadvantaged in terms of project distribution and committee memberships. Lack of proper logistic supports such as specific office place where they could sit, transports, and other facilities. The absence of well logistic supports may suffer Reserved Seat Women Members to perform their substantial services.

5. An Assessment of Pourashava Digital Center: A case Study of Nine Municipalities

EXECUTIVE SUMMARY

Poura Digital Center (PDC) is one-stop service center set up in Bangladesh with a view to providing all sorts of government digital services and ICT facilities to the doorsteps of every citizen residing under the municipality of the country. Bangladesh government had an aim to make the country digitally advanced in 2021 and to fulfill this dream different information centers across the country are being set up. Union Digital Centers (UDCs) and Poura Digital Centers (PDCs) are the phenomenal achievements of Vision 2021 and Digital Bangladesh.

Access to information(A2I) project [which is currently known as Aspire to Innovate] took initiatives to establish Poura Information Service Center (PISC) in 2009 which is renamed as Poura Digital Center (PDC) in 2014.



Establishing ICT based center at every Municipality of the country was difficult for a developing country like Bangladesh.

Mohammad Mamunur Rashid
Coordinator
Steps Towards Development

Because the country is manifested by various problems like insufficient energy, low computer literacy, unskilled human resource and so on. The purpose of the study is to assess present conditions and effectiveness of Poura Digital Center (PDC) as well as to find out the challenges and gaps to make an effective way forward. The study was conducted among 9 municipalities of 3 districts under 3 divisions. Mixed method of data collection was applied using some specific data collection tools. The quantitative data was analyzed using spreadsheet and SPSS.

Research reveals that the present status of the PDCs is good in terms of facilities and services. Most of the visited PDCs have large room with sufficient spaces for the customers, good internet speed and electricity. Although they have machines and equipment but those are not up to date to satisfy the demand of customers if it been compared with other private digital centers under the municipality. According to the entrepreneurs, 73 percent PDCs have fees chart for the services. But not all these 73 percent has any mechanism for displaying the chart. About 18 percent has no fixed fees chart. They take the service charge according to the volume of their services.

The research also finds out that most of service receivers visit the PDC for some specific services like birth registration, death registration and for collecting different certificates. As it was expected that PDC will provide all types of online and digital services, was not observed by the research team. It was come out through the analysis of respondents' responses that people under municipality are not much aware about the types of services of PDC.

About the services of PDC at present times, most of the interviewed service receivers said that the services are average to good. Very few expressed their high-level satisfaction. It was observed that to increase the effectiveness of PDCs, some measures should be taken. First of all, advertisement of PDC's different types of services within the community is required. People need to be aware about the services. Good and modern equipment are needed for increasing the quality of services.

As per the recommendations of the respondents, it is very necessary to modify the policy about the entrepreneurs. It was observed that private-public-partnership (PPP) modality is not working effectively at the PDCs. All the visited PDCs started with entrepreneurs under private-public-partnership (PPP) modality, but after a certain period the entrepreneurs left the job. The main reason is that the income through providing services is very low to maintain their entrepreneurship as well as their livelihood. Because of this problem, among the 9 visited municipalities, PDC is not functioning in 2 municipalities. Among the 7 PDCs under this study, except one, assigned staff from municipality is working as entrepreneur.

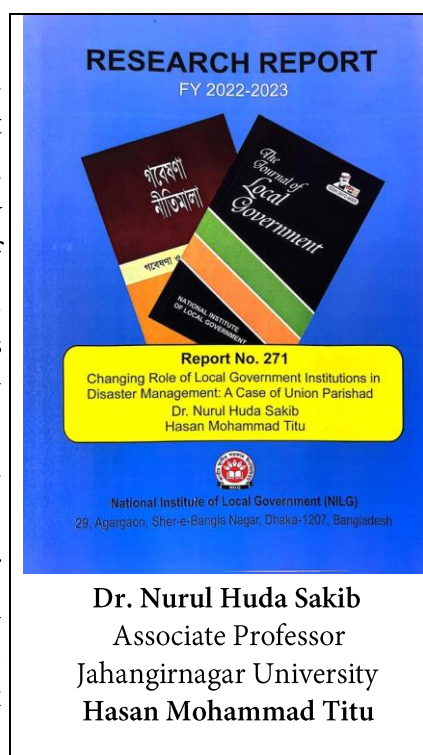
It was also observed that mayors and elected representatives of Municipalities are willing to provide services against a nominal service charge which is difficult for the entrepreneurs if they have to depend only on their service providing income for maintaining the entrepreneurship. So, the suggestions come from both the entrepreneurs and the elected representatives to create provision of giving a fixed amount of money from the Municipality fund to the entrepreneurs to sustain their entrepreneurship. Apart from this many other recommendations and suggestions are come to make the PDC more effective and service oriented.

Despite having many limitations PDCs have very good potentiality to play the roles of local knowledge centers equipped with internet-based ICT facilities and other information services relating to the needs of people at a nominal charge. PDC brings phenomenon impact in e-governance and other digital service delivery to the people of semi urban level. The study suggests that sustainability for service oriented PDCs need some specific measurements under specified conditions.

6. Changing Role of Local Government Institutions in Disaster Management: A Case of Union Parishads

Executive Summary

Despite being one of the most calamitous and climate-vulnerable nations in the world, Bangladesh has developed a reputation as a luminary model for disaster management over the past decade. A complete strategy for preventing, preparing for, responding to, and supporting emergency recovery activities is disaster management. The process of efficiently anticipating and addressing calamities is known as disaster management. The management of the duties associated with disaster prevention, readiness, receptivity & response, and recovery also entails a systematic approach. And local government institutions carry out all of these tasks. Especially during the first reaction phase of disasters, local government institutions are essential to disaster management. The nature of disasters is ever-evolving, and disaster management is becoming more complex, which has changed the function of local government organizations.



Local government institutions previously concentrated mostly on disaster response activities like search and rescue, evacuation, and aiding affected residents. Local government institutions are now, however, taking a bigger part in efforts to prepare for, reduce the risk of, and recover from disasters. The emphasis on disaster risk reduction is one of the major developments in the local government's role in disaster management. Despite being one of the most calamitous and climate-vulnerable nations in the world, Bangladesh has developed a reputation as a luminary model for disaster management over the past decade. A complete strategy for preventing, preparing for, responding to, and supporting emergency recovery activities is disaster management. The process of efficiently anticipating and addressing calamities is known as disaster management. The management of the duties associated with disaster prevention, readiness, receptivity & response, and recovery also entails a systematic approach. And local government institutions carry out all of these tasks. Especially during the first reaction phase of disasters, local government institutions are essential to disaster management. The nature of disasters is ever-evolving, and disaster management is becoming more complex, which has changed the function of local government organizations. Local government institutions previously concentrated mostly on disaster response activities like search and rescue, evacuation, and aiding affected residents. Local government institutions are now, however, taking a bigger part in efforts to prepare for, reduce the risk of, and recover from disasters. The emphasis on disaster risk reduction is one of the major developments in the local government's role in disaster management. This entails locating and correcting the underlying causes of disaster risk, such as inadequate infrastructure, unsustainable land use, and environmental deterioration. Additionally, it is up to local government institutions to create strategies for disaster management, to evaluate risks, and insert risk-reduction measures like early warning systems and building regulations into action. Additionally, local government institutions are becoming more actively involved in preparedness initiatives, such as disaster drills and exercises, training first responders, and launching public awareness and education campaigns. This makes it possible for communities to respond in disaster more effectively and for resources to be used more wisely in the event of an emergency. Bangladesh's Government also undertakes several initiatives to change the role of local government institutions, to manage disasters from every aspect. In Union Parishad Act, 2009 and National Disaster Management Policy 2015, Paragraphs 19 (1 and 3) and 15 (Ka, Kha and Gha) of the constitution; disaster management policy and emergency response were included. Standing vii Orders on Disaster, 2019 was formulated to apprise the salient authorities of the specific responsibilities from non-disaster time to disaster period. All these measures significantly shift the paradigm of disaster management in Bangladesh. To observe the actual scenario in disaster management at the root level, the research aims to find out the effective role of

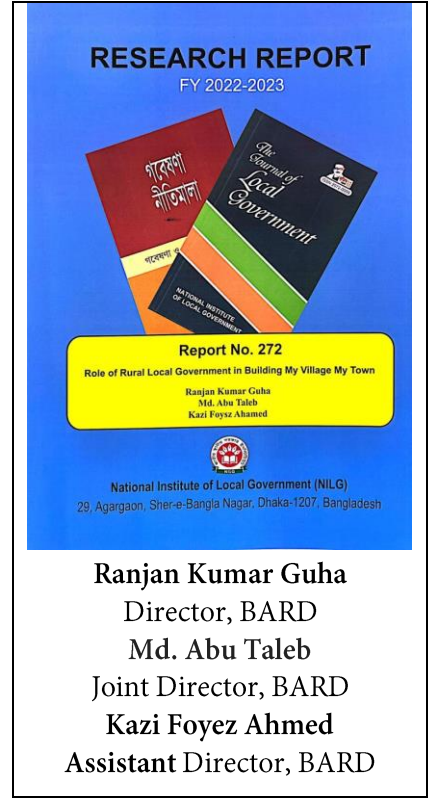
local government institutions to mitigate and adapt effects of disaster by answering two questions: j) How the UPs play their role in disaster management in Bangladesh? and b) How UPs are being changed their role and how can they be more effective? This research has been conducted through qualitative and quantitative data collection methods using key informant discussion (KII), focus group discussion (FGD), in-depth interviews (IDI) and questionnaire surveys. This study found that the role of local government institutions is changing in the context of disaster management. But the change is very limited. The study also discusses the significant role of local government institutions, especially Union Parishads, in disaster management, how its role has been changing, and by what measures UPs can have a more streamlined role in disaster management in Bangladesh. The findings of the FGD and questionnaire survey showed that most of the respondents are convinced that UP's role has been changing and UP plays an effectually active role during disaster time compared to the last quinquennial period. Respondents are happy with the changing role of the UPs. Results of KII and IDI indicated that government personnel have clear concepts and training regarding disaster management. But in the real scenario, compared with SOD and other constitutions and acts, UPs could not properly implement the rules and regulations properly due to the lack of resources, government funds and lack of skilled personnel. UPs only play roles in disaster preparedness but they are not playing roles in addressing the underlying causes of disaster risk and enhancing community resilience according to SOD. UPs could have been more effective by increasing training facilities, infrastructural development, ensuring adequate funding, making UPs more powerful and efficient, and so on. Overall, a shift toward a more comprehensive and integrated approach to disaster risk reduction and management is reflected in the evolving role of local government institutions in disaster management.

7. Role of Rural Local Government in Building My Village My Town

Executive Summary

The ruling political party led by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina came up with the visionary idea of "Amar Gram Amar Shahar" (AGAS), outlined in the party's election manifesto 2018. The fundamental theme of the ideas is to bring modern public amenities of urban to rural areas. The vision envisaged instilling human capital, increasing connectivity through electrification, communication technology, and widening road network. The package includes essential drinking water, sanitation, sports, and recreation services. Besides, biogas and electricity generation through solar panels are prioritized to reduce fossil fuel dependency for fuel consumption. Employment generation through establishing an agricultural service Centre and workshop for repairing the machinery & mechanization of agriculture, transferring technology for rural youth employment, and credit assistance for small and marginal entrepreneurs were other focused areas. The intrinsic objective of this initiative was to reduce rural people's migration to urban areas. The urban population has escalated from 7 percent in 1972 to 39.4 percent in 2021.

In most cases, the migration is unplanned, creating massive pressure on civic services in urban areas. Expanding urban amenities in rural areas is the best option for reducing massive migration to urban areas, and both urban and rural economies will benefit from this initiative. Service provisioning in rural areas comprises private, public, and voluntary organizations.

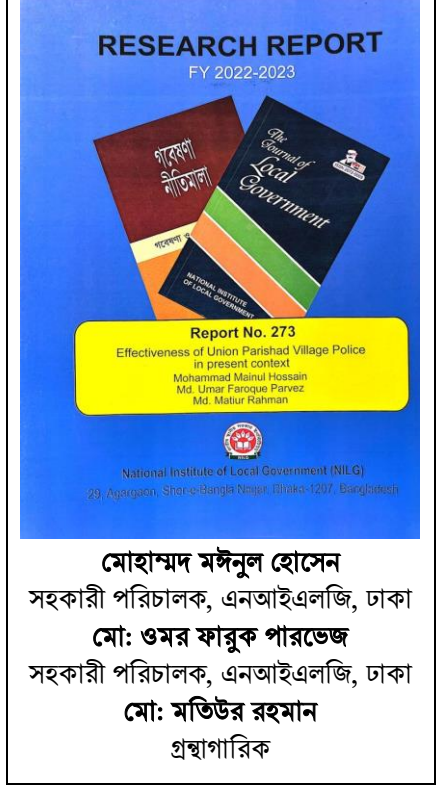


৮। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশের কার্যকারিতা: একটি সমীক্ষা

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সবচেয়ে একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ আইনি কাঠামো লাভ করে। বর্তমানে সকল ইউনিয়ন পরিষদ ‘স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯’ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৮ অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী। গ্রাম পুলিশ ইউনিয়ন ইউনিয়ন এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে চুরি ডাকাতি, অপরাধ, চোরাচালান বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। সরকার গ্রাম পুলিশ বাহিনীর জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ জারি করে। এ বিধিমালার মাধ্যমে সরকার গ্রাম পুলিশকে বাহিনী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বর্তমানে এ গ্রাম পুলিশগণ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত থাকার কারণে গ্রামের জনগণের প্রতি তাদের সেবা ও দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না। গ্রাম পুলিশের ভূমিকা কিভাবে আরো জোরালো ও শক্তিশালী করা যায় এবং তাদের সমস্যা সমাধান করে জনগণের প্রতি তাদের সেবার মান কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় সেবিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

গ্রাম পুলিশ বাহিনীর তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দক্ষতা কিরূপ তা পর্যালোচনা করা এবং সমাজে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। গ্রাম পুলিশ বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই বাহিনীকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এনআইএলজি কর্তৃক এই গবেষণা সমীক্ষা কাজটি পরিচালনা করা হয়েছে যার আলোকে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। গবেষণা সমীক্ষাটির তথ্যের মূখ্য উৎসের অংশ হিসেবে প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট, এফজিডি প্রভৃতির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, সাধারণ জনগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে যে ফলাফলগুলো পাওয়া যায় তা হলো- (ক) গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে আরও অধিকতর কার্যকর করে গড়ে তুলতে হলে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ অর্থাৎ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দরকার; (খ) গ্রাম পুলিশগণকে সরকারি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ন্যায় পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তিকরণ; (গ) গ্রাম পুলিশ যেহেতু পুলিশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সুতরাং তাদেরকেও পুলিশ বাহিনীর মত সরকার হতে শতভাগ বেতন প্রদান করা; (ঘ) সরকারি চাকুরির মত অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো প্রদান করা; (ঙ) অন্যান্য বাহিনীর মতো গ্রাম পুলিশ বাহিনীর জন্য ঢাকায় হেড কোয়ার্টার স্থাপন; (চ) গ্রাম পুলিশ বাহিনী গ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন; (ছ) বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে প্রশাসনকে তথ্য দিয়ে সহায়্য করে; (জ) এলাকায় চুরি, ডাকাতি, জঙ্গি সন্ত্রাস ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; (ঝ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে; (ঞ) কর আদায় অর্থাৎ পরিষদের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; (ট) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ৫৪টি অপরাধ সম্পর্কে গ্রাম পুলিশগণকে ভালভাবে ধারণা দেয়া যাতে করে তারা জনসাধারণকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত করতে পারে; (ঠ) বর্তমানে যে কোন প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ভিত্তিক কর্মচারীরা মাসে ১৫-১৬ হাজার



মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন

সহকারী পরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা

মো: ওমর ফারুক পারভেজ

সহকারী পরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা

মো: মতিউর রহমান

গ্রন্থাগারিক

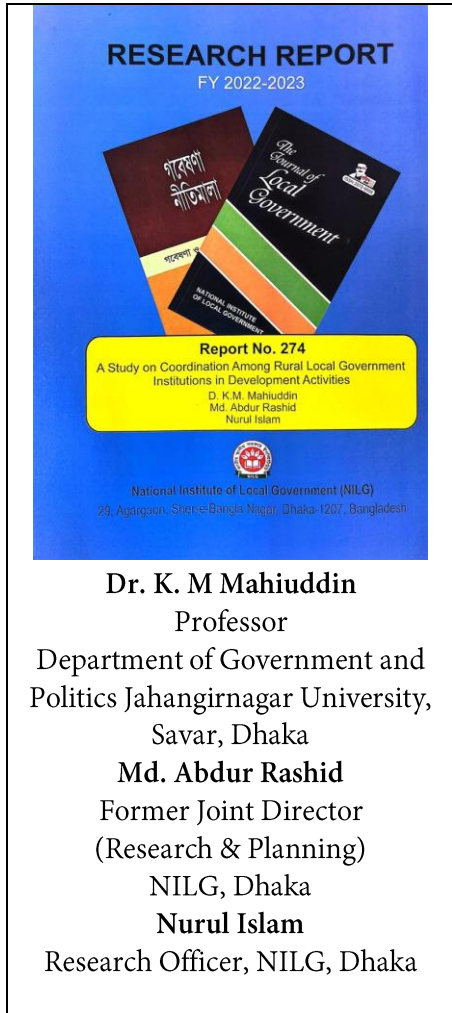
টাকা বেতন পায়। অথচ ইউনিয়ন পরিষদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মচারী গ্রাম পুলিশ বেতন পায় মাসে ৬-৭ হাজার টাকা এবং এটিও তারা নিয়মিত পায় না; (ড) তাদের দায়িত্ব ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন; (ঢ) বিধিমালা অনুযায়ী ৩০ দিনের বুনিয়েদি প্রশিক্ষণ দরকার। ভবিষ্যত কর্মধারা নির্ধারণের সুবিধার্থে যে সুপারিশগুলো পাওয়া যায়: (i) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪র্থ তফসিল অনুযায়ী চাকুরিতে যোগদানের পর পরই থানায় ১ (এক) মাসের বুনিয়েদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। বিধিমালায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি থাকা সত্ত্বেও কোন বাস্তবায়ন নাই। এ ক্ষেত্রে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) প্রয়োজনীয় কারিকুলাম তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এনআইএলজি প্রশিক্ষণ আয়োজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। (ii) গ্রাম পুলিশের বেতন জাতীয় পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সরকারি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ন্যায় ২০তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করা হলে তাদের জীবন যাত্রার মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। (iii) গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে বুকি ভাতা প্রাদান করা যেতে পারে। গ্রাম পুলিশ বাহিনী বুকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। রাতের বেলায় ইউনিয়ন পরিষদের মালামাল রক্ষায় দায়িত্ব পালন, চোর-ডাকাত ধরা, বিভিন্ন দুর্যোগে দায়িত্ব পালন, নির্বাচনের সময় বুথ পাহাড়াসহ অন্যান্য বুকি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয় বিধায় তাদেরকে বুকি ভাতা প্রদান করা দরকার। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। গ্রামীণ এলাকার জননিরাপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এতে বুঝা যায়, যদি কোন ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ বাহিনী যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে ঐ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণ নিরাপত্তা বোধ করে। বর্তমানে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর প্রধান সমস্যা হলো আর্থিক অস্বচ্ছলতা যা তাদের কাজের আগ্রহকে দিন দিন কমিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে যদি যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় এবং আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল করা যায় তাহলে এলাকার জননিরাপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশ বাহিনী বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সুতরাং বলা যায় যে ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর কার্যকারিতা রয়েছে এবং তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অপারিসীম গুরুত্ব বহন করে।

9. A Study on Coordination among Rural Local Government Institutions in Development Activities

Executive Summary

The local government system in Bangladesh is structured separately for cities and villages, which are often referred to as urban and rural local governments, respectively. The Union Parishad, the Upazila Parishad, and the Zila Parishad are structurally and functionally connected with each other. Therefore, good coordination is often needed for their proper functioning and to achieve their goals. The present study deals with coordination issues in rural local governments, namely Union Parishad, Upazilla Parishad, and Zilla Parishad. The main objectives of this research are to find out the mechanisms and challenges of coordination among rural local government institutions. The study team has collected data from both primary and secondary sources. Both qualitative and quantitative methods were followed. The qualitative method includes: an in-depth interview (II) with elected representatives, including the Chairman of ZP, UZP, UP, and Vice Chairman of UZP. Key Informant Interview (KII) with government officers, including Deputy Director Local Government (DDLG); Chief Executive Officer/Executive Officer, Administrative Officer, Assistant Engineer, Accountant of ZP; Upazila Nirbahi Officer (UNO), and UP Secretaries, was also conducted.

A semistructured questionnaire and a checklist were used for the in-depth interview and KII, respectively. The study team has also conducted two FGDs (Focus Group Discussion) with elected representatives from each selected LGI, and others have been conducted in each sample area. MS Excel software was used for data entry and processing. All the collected data were processed and analyzed in accordance with the objectives of the study. The present study covered four Zila Parishads (ZP) from purposively selected four divisions (Rajbari from Dhaka division, Chandpur from Chottogram division, Jessore from Khulna division, and Dinajpur from Rangpur division). One Upazila Parishad (UZP) was chosen from each selected district through simple random sampling (SRS). Again, the SRS (without replacement) method was used to select one Union Parishad (UP) from each selected upazila. From those selected LGIs, a total of 276 respondents were selected, and data was collected from them. The study report is divided into six sections. The first section presents the context of the study,



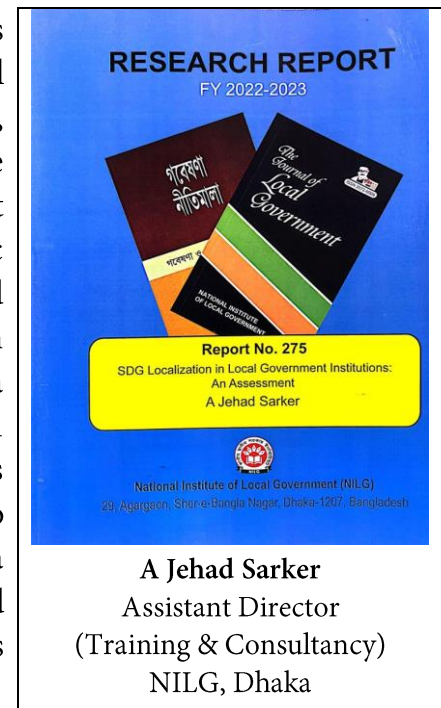
research objectives, methods of data collection, a literature review, and the rationale of the study. The second section explains the present scenario of LGIs and their coordination problems. The third section presents the field data in tabular format and explains the findings. Sections four and five contain the overall discussion based on the information and findings collected during the study in light of the objectives of the study and prepare the basis for recommendations. This chapter presents 9 the conclusion and the recommendations proposed by the researcher, drawn from the discussion and research results, to improve the present situation of coordination.

10. SDG Localization in Local Government Institutions: An Assessment

Executive Summary

Sustainable Development Goals (SDGs) localization refers to the process of undertaking actions based on the local contexts in order to achieve the 2030 Agenda. Therefore, this research is conducted with a view of explore the reflection of UP activities with SDGs. In order to conduct the study, 5 UPs have been selected based on economic vulnerability (two from economically forward areas and three from backward areas). This study used both qualitative and quantitative data using various data collection methods. Qualitative data have collected from elected and appointed officials of sample UPs. Villagers also provided some qualitative and quantitative data to support achieving the research objectives. Moreover, a check list is prepared and used in collecting data associated with immediate past five fiscal years data on the projects and schemes the sample UPs completed successfully.

The research finds that theoretically UP can contribute directly and indirectly to achieve 13 global goals. It is evident from our study that they contributed to achieve 9 different global goals. UP emphasized mainly improving transport and communication (goal 11) facilities in their jurisdiction and invested approximately 74.44% of financial resources in this sector. They also worked in achieving other goals such as goals 1, 2, 3, 6, 7, and 8. It is also found that by establishing good governance at the local level, UPs are in a good position to ensure inclusiveness and engagement of citizens at the local level which, in turn, contributed to achieving goal 16. The research concludes with the following recommendations: (a) enforcement of UP development planning rules of 2013 for



ensuring investment diversification to work more with other SDGs; and (b) a comprehensive guideline for the UPs to address SDGs in UP development activities.

অধ্যায়-৫

কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগ: এনআইএলজি'র ৪(চার)টি বিভাগের মধ্যে কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগে ১জন পরিচালকের নেতৃত্বে ১জন যুগ্মপরিচালক দায়িত্ব পালন করছেন।

কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. নগর ও পল্লী এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়ে সহায়তা প্রদান। এ বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগের সহযোগিতায় সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন। এ বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের জন্য আয়োজিত 'ইউনিয়ন পরিষদ অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ' কোর্সের কার্যকারিতা এবং সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের জন্য আয়োজিত 'সিটি কর্পোরেশন অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ' কোর্সের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়েছে।
৩. প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করণে উদ্যোগ গ্রহণ। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় বিভাগের সহযোগিতায় এনআইএলজি'র আধুনিকায়ন ও ভবন সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতমধ্যে ভবনের ডিপিপি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪. স্থানীয় সরকার এবং এর সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা। এ বিষয়ে ডকুমেন্টেশন সেন্টারের সহযোগিতায় সকল জেলার ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরগণের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৫. স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগের সহযোগিতায় ডেনিডা, জাইকা, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ ইত্যাদি সংস্থার সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
৬. স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ বিভাগের সহযোগিতায় প্রথম ভাবেরমত নগর স্থানীয় সরকার বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। এ কোর্সে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগ্রহী ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ করেছেন।

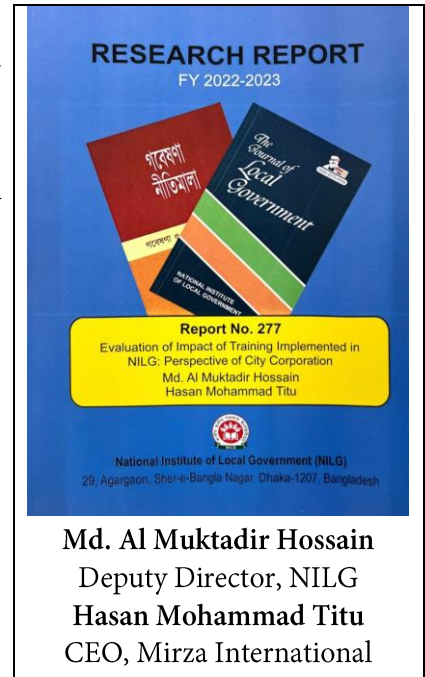
৭. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানের বিওজি সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করে সহযোগিতা করা হয়েছে।

এপিএ বাস্তবায়ন: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসূচী ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে ২টি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

1. Evaluation of impact of training implemented in NILG: Perspective of City Corporation”

Executive Summary

The National Institute of Local Government (NILG) in Bangladesh plays a critical role in developing the capacity and skills of local government officials, particularly those working in city corporations. This report focuses on evaluating the impact of NILG's training programs on city corporation officials and assessing their effectiveness in improving governance and service delivery. The evaluation employs a mixed-methods approach, incorporating surveys, interviews, and document analysis to gather comprehensive data. The findings will contribute to the ongoing efforts to strengthen local governance and enhance the effectiveness of city corporations in Bangladesh. The report aims to provide valuable insights and recommendations for policymakers, training providers, and practitioners to improve urban governance, address challenges,



and ultimately enhance the quality of life for urban residents. The research employed a qualitative methodology to examine the impact of training provided by NILG. Key informant discussions, focus group discussions, in-depth interviews, analysis of grey literature, and surveys were conducted to gather data from various stakeholders, including experts, trainees, public servants, and citizens. The collected data underwent rigorous analysis, including data reduction, coding, and interpretation, to identify key themes and generate meaningful insights. The study focused on four city corporations in Bangladesh, considering their training status and logistical factors. The research methodology provided a comprehensive understanding of the training impact, challenges faced, and recommendations for NILG's training program. The discussions highlight the importance of training programs for Councilors and their impact on improving their knowledge, skills, and effectiveness in serving their constituents. The findings from the

survey indicate a high level of satisfaction among Councilors regarding various aspects of the training provided by the National Institute of Local Government (NILG). Councilors expressed satisfaction with the training materials, administrative support, technical assistance, course content, and training facilities. Furthermore, the training was reported to have positive impacts on Councilors' understanding of City Corporation laws, their awareness of their roles and responsibilities, technological development, responsiveness to public matters, and community bonding. Based on these insights, several recommendations can be made to enhance the training programs further. These include providing comprehensive and up-to-date training materials, ensuring strong administrative and technical support, tailoring the course content to address Councilors' needs, creating a comfortable and interactive learning environment, conducting regular impact assessments, and prioritizing continuous improvement based on Councilors' feedback. By implementing these recommendations, the training programs can better equip Councilors with the necessary knowledge and skills to serve their constituents effectively and contribute to the development of their respective City Corporations.

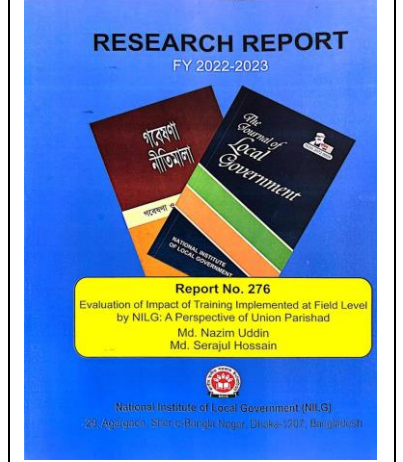
২. শিরোনাম: এনআইএলজি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ

গবেষণা সমীক্ষার সারসংক্ষেপ

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের পরবর্তীতে নবনির্বাচিত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বিগত ২০২১ সাল থেকে দেশ ব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যাগণের জন্য জেলা পর্যায়ে এবং নির্বাচিত সকল সদস্যগণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ অবহিতকরণ কোর্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। জেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যানগণের জন্য প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম জেলা রিসোর্স টিম (ডিআরটি) সদস্যগণের মাধ্যমে এবং সদস্যগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) সদস্যগণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ২০৭৪৪ জন চেয়ারম্যান ও সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (সূত্র. এনআইএলজি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২)। এনআইএলজি'র মূল কার্যক্রম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। মূলত: ঢাকায় স্থাপিত এনআইএলজিতে অবকাঠামোগত ও জনবলের অপ্রতুলতার কারণে বিপুল সংখ্যক জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ আয়োজন এনআইএলজি ভবনে করা সম্ভব হয়না।

ফলে ইউনিয়ন পরিষদের এত অধিক সংখ্যক জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তা পরিচালনা করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের জন্য “ইউনিয়ন পরিষদ অবহিতকরণ” প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতার ধরন, চ্যালেঞ্জ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণা সমীক্ষার উদ্দেশ্যে ভিত্তিতে গবেষক দল কর্তৃক পরিমাণগত (**Quantitative**) এবং গুণগত (**Qualitative**) উভয় ধরনের তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক (**Primary**) ও গৌণ (**Secondary**) উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্দেশ্য মূলক ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ঢাকা কেন্দ্র থেকে পশ্চিম দক্ষিণে, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলা, দক্ষিণ পূর্ব দিকে কক্সবাজার জেলা ও উত্তরে জামালপুর জেলা, উত্তর পূর্ব দিকে সুনামগঞ্জ জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ৫টি জেলার ৯টি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন পরিষদকে সমীক্ষাভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ নির্বাচনে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় ২৩৪ জন (চেয়ারম্যান ১৮জন ও সদস্য ২১৬জন) জনপ্রতিনিধির মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণায় জনপ্রতিনিধি ছাড়া ইউপি সচিব (১৮জন), প্রশিক্ষক, কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়ক, ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (৭৪জন) এবং স্থানীয় জনগণ (১৮০জন) সর্বমোট ৪৭০ জনের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতা প্রায় সকল অংশীজন একমত পোষণ করেন যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপরই প্রশিক্ষণ আয়োজন ছিল অত্যন্ত প্রাসংগিক ও সময় উপযোগী। এটা উল্লেখ্য যে গবেষণায় সম্পূর্ণ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ সদস্য এবং শতকরা ৫০ ভাগ চেয়ারম্যান প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন। এত বিপুল সংখ্যক জনপ্রতিনিধিগণ (চেয়ারম্যান ও সদস্য) যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি, নির্দেশিকা, পরিপত্র, কার্যক্রম পরিচালনার



মো: নাজিম উদ্দিন
ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, এনআইএলজি
মো: সিরাজুল হোসেন
প্রাক্তন উপপরিচালক, এনআইএলজি

কৌশল এবং জনকল্যানমূলক ও স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি ছিল একটি ভাল উদ্যোগ। জনপ্রতিনিধিগণের শিক্ষাগত যোগ্যতায় দেখা গেছে প্রায় শতকরা ৮৯ ভাগ (১৬জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ২০ ভাগ (৪৩জন) সদস্য উচ্চ শিক্ষিত। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ শতকরা ৭৮ ভাগ (১৪জন) চেয়ারম্যানের বয়স ৭১-৭০ বছরের মধ্যে অপরদিকে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ (১৭২জন) সদস্যের বয়স ২৬-৫০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ এবং নবীন ও প্রবীন জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয় রয়েছে। উত্তরদাতা ইউপি সচিবগণের মধ্যে সকলেই (১৮জন) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ, তাদের বয়স ২৬-৫৫ বছরের মধ্যে এবং চাকুরীর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শতকরা ৮৩ ভাগ এর ১০-২১ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ফলে তথ্য প্রদানে তারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। প্রশিক্ষক, কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়ক, ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সকলেই এ প্রশিক্ষণ কোর্সের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। উত্তরদাতা জনগণের মধ্যে অধিকাংশ শতকরা ৫১ ভাগ উচ্চশিক্ষিত এবং অধিকাংশ জনগণের বয়স ২৫ বছরের উর্ধ্বে এবং ৫০ বছরের মধ্যে ফলে শিক্ষা ও বয়স বিবেচনায় প্রশিক্ষণের প্রভাব বিষয়ে উত্তরদাতাগণের মতামত যৌক্তিক ছিল বলে বিবেচনা করা যায়।

চেয়ারম্যানদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ (১০জন) প্রশিক্ষণটি তাদের জন্য অনেক বেশি উপভোগ্য ছিল বলে উল্লেখ করেন, উপভোগ্য ছিল উল্লেখ করেন শতকরা ৪৪ ভাগ (৮জন)। ভাল ও অত্যন্ত ভাল ভাবে প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে উল্লেখ করেন শতকরা ৮৩ ভাগ (১৫জন) চেয়ারম্যান, মোটামুটি প্রত্যাশা পূরণ করেছে উল্লেখ করেন শতকরা ১৭ ভাগ (৩জন) চেয়ারম্যান। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শতকরা ৮৩ ভাগ (১৫জন) চেয়ারম্যান খুব ভাল এবং শতকরা ১৭ ভাগ (৩জন) ভাল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। শতভাগ চেয়ারম্যান প্রশিক্ষণ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাল সমন্বয় ছিল বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে সদস্যগণের মধ্যে শতকরা ৬৮ ভাগ (১৪৮জন) ভাল ও অত্যন্ত ভাল ভাবে প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে উল্লেখ করেছেন, মোটামুটি প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বলেছেন শতকরা ৩১ ভাগ (৬৭জন) এবং একেবারেই প্রত্যাশা পূরণ করেনি বলেছেন শতকরা ০.৫৬ ভাগ (১জন)। শতকরা ৭৯ ভাগ (১৬৮জন) সদস্য প্রশিক্ষণটি তাদের জন্য উপভোগ্য ও অনেক বেশি উপভোগ্য ছিল বলে উল্লেখ করেন, মোটামুটি উপভোগ্য ছিল বলেন শতকরা ২২ ভাগ (৪৮জন)। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শতকরা ৮৫ ভাগ (১৮৪জন) সদস্য ভাল ও খুব ভাল হয়েছে বলেছেন, শতকরা ১৫ ভাগ (৩২জন) সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ছিল বলে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাল সমন্বয় ছিল বলেছেন শতকরা ৯১ ভাগ (১৯৭জন) সদস্য, যথাযথ সমন্বয় হয়নি বলেছেন শতকরা ৯ ভাগ (১৯জন) সদস্য। প্রশিক্ষণটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের মতামতে দেখা যায়, উত্তরদাতা শতভাগ সচিব প্রশিক্ষণটি সময়ের চাহিদা পূরণ করেছে বলে উল্লেখ করেন, জ্ঞান অর্জনে প্রাসঙ্গিক ছিল বলেছেন শতকরা ৭৮ ভাগ (১৪জন) এবং শতকরা ৩৩ভাগ (৩জন) সচিব সরকারী নীতিমালাসমূহ অবগত হওয়ায় উপযোগী ছিল বলে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকগণ প্রায় সকল উত্তরদাতাই নির্বাচনের প্রথম বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়েছে এটা অত্যন্ত কার্যকরি ও ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মতামত দিয়েছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন বাস্তবতার নিরিক্ষে প্রশিক্ষণ আয়োজন ছিল প্রাসংগিক কিন্তু অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তারা মনে করেন প্রশিক্ষণার্থীগণের শিক্ষা, বয়স, দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতা, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। তাই প্রশিক্ষণে সময়মত উপস্থিতি, শ্রেণী কক্ষের নিয়মনীতি অনুসরণ, মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা, পাশাপাশি কথা না বলা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে অধিকাংশ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নতুন নির্বাচিত হওয়ায় তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ থেকে জানার প্রতি অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রশিক্ষণার্থীগণের অবস্থান প্রশিক্ষণ স্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় সকলেই প্রশিক্ষণ

শেষে পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন ফলে জনগণকে সেবা প্রদান ততটা ব্যহত হয়নি। প্রশিক্ষণে নির্বাচিত প্রশিক্ষকগণ সকলেই ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণের সংক্ষেপে প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের বিষয় ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সংক্রান্ত মতবিনিময় সহজতর হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে তারা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হয়েছে তা তাদের দায়িত্ব পালনের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রশিক্ষণে আলোচ্য ১৫টি বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ব্যক্তিগত মতামতকে কার্য ক্ষেত্রে তাদের সবচাইতে নিকটবর্তী সহকর্মী ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের মতামতের ভিত্তিতে ক্রসচেক করা হয়েছে এতে দেখা যায় প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের আলোচ্য ১৫টি বিষয় জানার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে যা অনেকাংশে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মতামতের কাছাকাছি। প্রশিক্ষণ পরবর্তী আলোচ্য ১৫টি বিষয়ে সদস্যগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক বর্তমানে বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নয় বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ ইতোমধ্যে তারা বিষয়গুলো ভুলে গেছেন। এদের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যক শতকরা ১ ভাগ (৩জন) সদস্য গ্রাম আদালত কার্যক্রম এবং সর্বোচ্চ শতকরা ১১ ভাগ (২৪জন) সদস্য শুদ্ধাচার কৌশল ও পারস্পারিক শিখন কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত নয় বলে উল্লেখ করেছেন অপরদিকে সচিবগণের মতামতেও একই বিষয় স্পষ্ট হয়েছে অর্থাৎ সচিবগণও ১৫টি বিষয় কম বেশি সদস্যগণ ভুলে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়েছে বলে একমত ও দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন শতভাগ (১৮জন) চেয়ারম্যান এবং তারা প্রত্যেকেই অর্জিত জ্ঞান ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার উপযোগী বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে সদস্যগণের মতামতে দেখা যায় শতকরা ৯৬ ভাগ (২০৭জন) দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়েছে একমত ও দৃঢ়ভাবে একমত, দ্বিমত পোষণ করেন শতকরা ৪ ভাগ (১০জন)। উত্তরদাতা সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগ (১৮৯জন) অর্জিত জ্ঞান পরিষদের কাজে ব্যবহার উপযোগী বলে উল্লেখ করেন। ব্যবহার উপযোগী নয় বলেছেন শতকরা ১০ ভাগ (২১জন) এবং শতকরা ৩ ভাগ (৬জন) কোন উত্তর প্রদান করেননি।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যেসব ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তার মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনা শতকরা ৭২ ভাগ (১৩জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ৮৬ ভাগ (১৬২জন) সদস্য, স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা শতকরা ৭৮ ভাগ (১৪জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ২৩ ভাগ (৪৩জন) সদস্য, মাসিক সভা আয়োজন ও সদস্যগণের যথাযথ উপস্থিতিসহ আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শতকরা ৭৮ ভাগ (১৪জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ৪৩ ভাগ (৮১জন) সদস্য, জনগণের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান শতকরা ৮৩ ভাগ (১৫জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ৫৯ ভাগ (১১১জন) সদস্য, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম শতকরা ৭২ ভাগ (১৩জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ৩০ ভাগ (৫৭জন) সদস্য, বাল্যবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে সচেতন করা শতকরা ৭২ ভাগ (১৩জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ২৯ ভাগ (৫৪জন) সদস্য, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা শতভাগ (১৮জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ৩২ ভাগ (৬০জন) সদস্য, পরিষদের নিজস্ব সম্পদ আহরণ ও কর আদায় কার্যক্রম শতকরা ৭২ ভাগ (১৩জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ৫৭ ভাগ (১০৮জন) সদস্য এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম শতভাগ (১৮জন) চেয়ারম্যান ও শতকরা ১৮ ভাগ (৩৪জন) সদস্য কাজে লাগিয়েছেন।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে ১৬ জন সচিব বলেছেন তারা আইন, বিধি, নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ২জন বলেছেন

উদ্যোগ নেয়ার জন্য আলোচনা হয়েছে। অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় ১৭ জন সচিব বলেছেন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ১জন বলেছেন আলোচনা চলছে। ওয়ার্ড সভায় মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ বলেছেন ১৫ জন সচিব এবং আলোচনা চলছে বলেছেন ৩ জন সচিব। গ্রাম আদালত আইন-বিধিমালা অনুযায়ী গ্রাম আদালত পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ১৪ জন সচিব এবং আলোচনা চলছে বলেছেন ৪ জন সচিব। কর নিরুপণ ও আদায়ে উদ্যোগ গ্রহণ বলেছে ১৫ জন সচিব, আলোচনা চলছে বলেছেন ২ জন সচিব এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলেছে ১ জন সচিব। নিয়মিত সভার কার্যবিবরণী তৈরী, কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলে নিকট প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ বলেছেন ১৬ জন সচিব এবং আলোচনা হয়েছে বলেছেন ২ জন সচিব। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্পবাস্তবায়নে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্পে গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ বলেছে ১৭ জন সচিব এবং আলোচনা হয়েছে বলেছেন ১ জন সচিব। হিসাবরক্ষণ ও হিসাব পরিচালনায় নীতিমালা অনুসরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ বলেছেন ১৭ জন সচিব এবং আলোচনা হয়েছে বলেছেন ১ জন সচিব এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গাইডলাইন অনুসরণে উদ্যোগ গ্রহণ বলেছেন ১৭ জন সচিব এবং আলোচনা হয়েছে বলেছেন ১ জন সচিব। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ উদ্যোগী হয়েছেন এ বিষয়ে উত্তরদাতা প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাগণও একমত পোষণ করেছেন।

উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ২(দুই)টি কার্যক্রমের তথ্য, উপাত্ত ও মতামত পর্যালোচনা করা হয়। যার একটি গ্রাম আদালত ও অপরটি নিজস্ব সম্পদ আহরণ ও কর আদায়। গ্রাম আদাল পরিচালনায় দেখা যায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সমীক্ষাভূক্ত ১৮টি ইউনিয়ন পরিষদে শতকরা ৬৮ ভাগ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, শতকরা ১২ ভাগ খারিজ এবং শতকরা ২০ ভাগ অনিষ্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর (৬মাস) পর্যন্ত শতকরা ৪৮ ভাগ নিষ্পন্ন, শতকরা ১৭ ভাগ খারিজ এবং শতকরা ৩৫ ভাগ অনিষ্পন্ন রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছর এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর (৬মাস) পর্যন্ত মামলা পরিচালনায় দেখা যায় সামগ্রিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজস্ব সম্পদ আহরণ ও কর আদায়ে দেখা যায়, অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ পরবর্তী নিজস্ব সম্পদ আহরণের পরিমাণ সন্তোষজনক। ২০২২-২৩ বছরের আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ বছরের প্রকৃত আদায়ে তুলনামূলক বিবরণীতে দেখা যায় কিছু ইউনিয়ন পরিষদ যেসন- ফতেখারকুল ইউপি, ধাওয়া ইউপি, নদমুলা শিয়ালকাঠী এবং বারইখালী ইউপি এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধির পরিমাণ নেহায়েত কম অর্থাৎ আদায়ের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগের নিচে। এছাড়া নয়ানগর ও কাউখালী সদর ইউপির আদায় বৃদ্ধির তুলনামূলক কম অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগের নিচে। পরবর্তী ৬ মাসে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদগুলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায়ের সক্ষম হবে প্রত্যাশা করেছে।

জনগণের মতামতে দেখা যায়, চেয়ারম্যানের কাজের দক্ষতার ক্ষেত্রে শতকরা ৬৪ ভাগ (১১৫জন) জনগণ ভাল ও খুব ভাল, শতকরা ২০ ভাগ (৩৬জন) মোটামুটি এবং শতকরা ১৬ ভাগ (২৯জন) ভাল নয় মতামত প্রদান করেছে। সদস্যগণের কাজের দক্ষতার ক্ষেত্রে শতকরা ৬৩ ভাগ (১১৩জন) সদস্য ভাল ও খুব ভাল, শতকরা ২৪ ভাগ (৪৩জন) মোটামুটি এবং ভাল নয় বলেছেন শতকরা ১৩ ভাগ (২৪জন) জনগণ।

ইউনিয়ন পরিষদ যেসব সেবা প্রদান করে তা সম্পর্কে শতকরা ৪৩ ভাগ (৬৭জন) জনগণ অবগত এবং শতকরা ৫৭ ভাগ (১০২জন) জনগণ অবগত নয়। গবেষকগণ ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনের সময় ৭টি ইউনিয়ন পরিষদে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করা ছিলনা। এটিও জনগণ অবগত না হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

পরিষদ থেকে পূর্বের তুলনায় কম সময়ে সেবা পাওয়া যায় বলেছেন শতকরা ৭০ ভাগ (১২৬জন) জনগণ, শতকরা ১০ ভাগ (১৮জন) জনগণ পরিষদ থেকে সেবা গ্রহন করেননি তাই তারা এ বিষয়ে অবগত নয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেবা গ্রহনে পূর্বের ন্যায় সময় প্রয়োজন হয় বলেছেন শতকরা ২০ ভাগ (৩৬জন) জনগণ।

চেয়ারম্যানগণের সাথে পূর্বের তুলনায় সহজেই যোগাযোগ করা যায় উল্লেখ করেছেন শতকরা ৭২ ভাগ (১২৯জন) জনগণ এবং যেহেতু সেবা গ্রহন প্রয়োজন হয়নি তাই শতকরা ৮ ভাগ (১৪জন) বিষয়টি অবগত নয় বলে জানিয়েছেন এবং সহজেই যোগাযোগ করা যায় না বলেছেন শতকরা ২১ ভাগ (৩৭জন)। অপরদিকে সদস্যগণের সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যায় বলেছেন শতকরা ৭৭ ভাগ (১৩৮জন) জনগণ, বিষয়টি অবগত নয় বলেছেন শতকরা ৭ ভাগ (১২জন) এবং সহজেই যোগাযোগ করা যায় না বলেছেন শতকরা ১৭ ভাগ (৩০জন) জনগণ।

জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার আইনগত যে মাধ্যমগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়ার্ড সভা ও উন্মোক্ত বাজেট সভা এ বিষয়ে জনগণের মতামত হলো শতকরা ৮৩ ভাগ জনগণ ওয়ার্ড সভা ও উন্মোক্ত বাজেট সভা আয়োজনের বিষয়টি অবগত আছেন এবং শতকরা ১৭ ভাগ (৩০জন) জনগণ উক্ত বিষয়ে অবগত নয়। কিন্তু উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ (১৮জন) জনগণ ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং শতকরা ৯০ ভাগ জনগণ ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণ করেনি বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে উন্মোক্ত বাজেট সভায় অংশগ্রহণ করেছেন শতকরা ৭ ভাগ (১২জন) জনগণ এবং অংশগ্রহণ করেননি শতকরা ৯৩ ভাগ (১৬৮জন) জনগণ।

চেয়ারম্যানগণের মধ্যে শতভাগ (১৮জন) এবং সদস্যগণের মধ্যে শতকরা ৮১ ভাগ (১৭৫জন) মনে করেন তাদের মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে। সদস্যগণের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ (৪১জন) মনে করেন তাদের মোটামুটি পরিবর্তন হয়েছে। যেসব বিষয়ে মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ, আইন ও বিধির নির্দেশিত দায়িত্ব পালন, জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া এবং পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন।

চেয়ারম্যানগণের মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগ (১৫জন) সদস্যগণের সংস্কারের মানসিকতা ও আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং পরিবর্তন হয়নি বলেন শতকরা ১৭ ভাগ (৩জন) চেয়ারম্যান। অপরদিকে সদস্যগণের মধ্যে শতকরা ৮৯ ভাগ (১৯২জন) চেয়ারম্যানগণের সংস্কারের মানসিকতা ও আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং শতকরা ১১ ভাগ (২৪জন) পরিবর্তন হয়নি বলে মতামত প্রদান করেন। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ পরস্পরের যেসব বিষয়ে পরিবর্তন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তা হলো পরিষদের সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ, গ্রাম আদালত পরিচালনা, নিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া, নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা এবং ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পরিবর্তন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণও একমত পোষণ করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের মতে প্রশিক্ষণ পরবর্তী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তনের ফলে পরিষদে চাহিদা উপস্থাপন পূর্বের চেয়ে যৌক্তিক হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছে উল্লেখ করেন ১২জন সচিব, পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে অনেক বেশি আন্তরিক হয়েছে উল্লেখ করেন ১১জন সচিব এবং মানসিক পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করেন ২জন সচিব।

পরিষদের কাজে যেসব অধস্তন ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের কাজ করতে হয় তাদের মতে কিছু ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

মাঠ পর্যায়ে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণে দেখা গেছে চেয়ারম্যানগণ প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো তাদের মোটামুটি (৩৪ ভাগ) মনে থাকার কারণ হিসেবে বলেন একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল বিষয়গুলো শতভাগ মনে রাখা সম্ভব নয়। সদস্যগণের আচরণ ও মানসিক পরিবর্তন না হওয়ার বিষয়ে চেয়ারম্যানগণ বলেন সদস্যগণের মধ্যে কিছুটা গতানগতিকতা অর্থাৎ আইন, বিধি না মানার প্রবণতা কাজ করে। আইন, বিধির চেয়ে নিজস্ব মতামত বা চিন্তাকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে সদস্যগণের কার্যক্রমে প্রকাশ পায়। প্রশিক্ষণটি মোটামুটি প্রত্যাশা পূরণ করার কারণ হিসেবে চেয়ারম্যানগণ (৩জন) উল্লেখ করেন প্রশিক্ষণটি অনাবাসিক হওয়ায় শতভাগ প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

সদস্যগণ প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয়গুলো তাদের মোটামুটি অবহিত ও অবহিত না থাকার (৫০%) কারণ হিসেবে একটি মাত্র প্রশিক্ষণে অনেকগুলো বিষয় আলোচনা করা ও বিষয় ভিত্তিক ভিডিও ডকুমেন্টারী কম প্রদর্শন করাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দায়িত্ব পালনে সহায়ক না হওয়ার (১০জন) কারণ হিসেবে তাদের মতামত বাস্তবায়নের সুযোগ কম বলে উল্লেখ করেন। পরিষদের কাজের পরিবেশ মোটামুটি (২২জন) হওয়ার কারণ হিসেবে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়না বলে উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যানগণের আচরণ ও মানসিক পরিবর্তন হয়নি (২৪জন) বলার কারণ হিসেবে সদস্যগণ মনে করেন চেয়ারম্যানগণ গতানগতিক অর্থাৎ একক সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়া। পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্পর্ক মোটামুটি (২২জন) এবং সন্তোষজনক নয় উল্লেখ করেন (৩জন) সদস্য সকল ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে সমানগুরুত্ব দেয়া হয় না। কোর্স ম্যানেজমেন্টের সমন্বয় না হওয়ার কারণ হিসেবে লোকবলের স্বল্পতা, অফিসিয়াল অন্যান্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকা, প্রশিক্ষণকে কম গুরুত্ব দেয়া এবং প্রশিক্ষণ ভ্যানু অফিসের কাছাকাছি হওয়া কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণটি মোটামুটি উপভোগ্য (৪৮জন) হওয়ার কারণ হিসেবে সদস্যগণ যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিবেশ না থাকা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, প্রশিক্ষণটি কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা মোটামুটি পূরণ (৬৭জন) এবং পূরণ হয়নি (১জন) বলার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন আলোচ্য বিষয়ে সময় খুব কম ছিল। কিছু বিষয় ১৫-২০ মিনিট আলোচনা করা হয়েছে ফলে বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি বলে উল্লেখ করেন। সামগ্রিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ছিল (৩২জন) বলার কারণ হিসেবে সদস্যগণ বলেন দুপুরে খাবারের বরাদ্দ না থাকা, ভ্যানু যথাযথ না হওয়া এবং আবাসিক প্রশিক্ষণ না হওয়া।

কোর্স ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন।

- ১) প্রশিক্ষণার্থীগণের শিক্ষা, বয়স, দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতা, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। তাই প্রশিক্ষণের সময়মত উপস্থিতি, শ্রেণী কক্ষের নিয়মনীতি অনুসরণ, মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা, পাশাপাশি কথা না বলা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।
- ২) মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ উপযোগী শ্রেণী কক্ষ, উপযুক্ত ব্যবহারিক টুলস, পদ্ধতিগত ভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় দুর্বলতা রয়েছে।
- ৩) স্থানীয় এলাকায় বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করায় অংশগ্রহণকারীগণ নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে অনেক সময় অনীহা দেখা গেছে।
- ৪) প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় আলোচ্য বিষয়ে আলোচকগণ প্রয়োজনের তুলনায় কম সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করতে হয়েছে।
- ৫) কিছু কিছু শ্রেণী কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীগণের বসার সংকুলান যথাযথ না হওয়ায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন ও উপকরণ ব্যবহার সীমিত করতে হয়েছে।
- ৬) সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করায় প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন।
- ৭) দুপুরে খাবারের জন্য বরাদ্দ না থাকায় বিকাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোর্স ম্যানেজমেন্ট ও প্রশিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- ৮) নির্ধারিত বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক বদলি হওয়ায় ও বিভাগী কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ৯) আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী নির্ধারিত সময় নিতান্তই কম ছিল।
- ১০) অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী ৩দিনের প্রশিক্ষণে অধিক সংখ্যক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।
- ১১) প্রশিক্ষণার্থীদের কিছু বিষয়ে অনাগ্রহ, সময়ের স্বল্পতা এবং প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূল্যায়ন ও কোর্স মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি।

সামগ্রিক তথ্য উপাত্ত মতামত বিশ্লেষণে গবেষকগণের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত: নির্বাচন পরবর্তী ১-২ মাসের মধ্যে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, মৌলিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দৈনিক আলোচ্য বিষয় কমিয়ে সেশন সময় বৃদ্ধি করা এবং আলোচ্য বিষয়ভিত্তিক ১-২ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অধিক আত্মবিশ্বাসী ও চর্চাশীল এবং উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য বছরে কমপক্ষে একবার বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় যেসব বিষয় বিবেচনা করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যেমন-

- অনুপ্রেরণামূলক (**Motivational**) এবং ভাল কাজ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান (**Counselling**) বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- কর নির্ধারণ ও আদায় কৌশল;
- গ্রাম আদালত পরিচালনা পদ্ধতি;
- সরকারি অর্থ ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ভ্যানু: মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অধিক কার্যকর করার জন্য প্রশিক্ষণ ধারাবাহিক ভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ জন্য আবাসিক সুবিধাসহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ বিভাগীয় পর্যায়ে/অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যেতে পারে।

মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা: প্রশিক্ষণার্থীগণের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, আলোচক মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন, হলরুম ব্যবস্থাপনা, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, যাতায়াত ভাতা ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ রাখা এবং যেসব খাতে বরাদ্দ রয়েছে সেসব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক সহায়িকা এবং বিষয় ভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এনআইএলজি থেকে তৈরি করে প্রেরণ করা যেতে পারে।

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষক: জেলা/উপজেলা পর্যায়ে রিসোর্স টিমে অভিজ্ঞ চেয়ারম্যান, অভিজ্ঞ ইউপি সচিবসহ, স্থানীয় সরকার বিষয়ে সম্পৃক্ত এনজিও প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ভাল কাজের জন্য পুরস্কার: পরিষদের সভা আয়োজন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, পদ্ধতিগতভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনা, সেবা সহজিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ভাল কাজের জন্য উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা।